ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-128 ■ 14 February, 2025 ■ আগরতলা ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুখ্যমন্ত্রী চয়ণে ঐক্যমতে জটিলতা

মণিপুরে জারি রাষ্ট্রপতি শাসন

ইমফল, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে এন বীরেন সিঙের ইস্তফার পর আজ তিনদিনের মাথায়ও তাঁর উত্তরসূরি চয়ন করতে না পারায়, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছে। ফলে রাজ্যে চলমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে আরও জটিল করে তুলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭৪ (১) অনুসারে রাজ্য বিধানসভাগুলিকে তাদের শেষ অধিবেশনের ছয় মাসের মধ্যে অধিবেশন বসতে হয়। মণিপুরে পূর্ববর্তী বিধানসভা অধিবেশন গত বছর ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে গতকাল ১২ ফেব্রুয়ারিবুধবারকে পরবর্তী অধিবেশনের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা ১০ ফেব্রুয়ারি (সোমবার)-র জন্য নির্ধারিত বাজেট অধিবেশন বাতিল করেছিলেন। কারণ এর একদিন আগে ৯ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন নংথমবাম বীরেন সিং।

অনাস্থা প্রস্তাব এবং প্রত্যাশিত আস্থা ভোটের প্রাক্কালে বীরেন সিঙের পদত্যাগ রাজ্য বিধানসভায় রাজনৈতিক ডামাডোলের সৃষ্টি করেছে। বীরেন সিঙের পদত্যাগের পর দফায় দফায় বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী চয়নে বৈঠক করছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপির প্রভারী সম্বিত পাত্রা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়নে ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারায় আজ রাজ্যে জারি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০২৩ সালের ৩ মে মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেই সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য রাজ্য সরকারকে এক নির্দেশ দিয়েছিল। এর প্রতিবাদে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর'-এর উদ্যোগে ওইদিন (৩ মে ২০২৩) বিকালে মণিপুরের কয়েকটি উপজাতি সংগঠন 'সংহতি মিছিল'-এর আয়োজন করেছিল। ওই মিছিলের পর থেকে অশান্ত হয়ে পড়েছে মণিপুর। বেড়েছে মেইতেই এবং কুকিদের মধ্যে জাতিগত সহিংসতার ঘটনা। সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দাবি তুলে বীরেন সিংকে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফার দাবি তুলেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। ইত্যবসরে দুবার পদত্যাগপত্র পেশ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অনেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধা দেন। তাই এবার একেবারে নীরবে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন নংথমবাম বীরেন সিং।

সস্ত্রীক মহাকুম্ভে স্নান করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। আজ উত্তরপ্রদেশে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাকুম্ভ পুণ্যস্নান করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিজেকে নিমজ্জিত করে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল পরিবারের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি জানান, 'মহাকুম্ভ উপলক্ষে আজ প্রয়াগরাজ তীর্থে পৌঁছে পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে পূণ্যস্নানে সামিল হই। এক ঐশ্বরিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে একে একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে অনুভূত হয়েছে। আমি ত্রিপুরার মানুষের মঙ্গল, অগ্রগতি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য গঙ্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি।'

সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, অনেকদিন ধরে মহাকুম্ভে পূণ্যস্নান করার ইচ্ছা ছিল। আসার বিষয়টি ২/৩ বার পিছিয়ে যায়। এখানে এসে খবর পেলাম দেশ ও দেশের বাইরে থেকে মিলিয়ে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ সমাগম হয়েছে। আমিও শেষপর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছলাম। মহাকুম্ভে ডুব দিয়ে মনে ব্যাপক শান্তি অনুভূত হয়েছে। আর আমি ত্রিপুরাবাসীর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় প্রার্থনায় করেছি। আগামীতে রাজ্য যাতে আরো এগিয়ে যায় এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার স্বপ্ন পূরণ হয় - এই প্রার্থনা করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কথা বলেন। তিনি যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেভাবে আমরাও চেষ্টা করছি ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। ডাঃ সাহা বলেন, এখানে এসে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রত্যক্ষ হয়েছে। এখানে যেভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এবং যেভাবে ম্যানেজমেন্ট করা হয়েছে সেজন্য আমি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ ও রাজ্যগুলি এগিয়ে চলছে। যে যে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রয়েছে সেখানে ডাবল ইঞ্জিনের সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ২৭ বছর বাদে দিল্লিতে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেখানে কংগ্রেস শূন্য পেয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বলাই গোস্বামী প্রয়াত, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। অকালে প্রয়াত হলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী। গতকাল চেন্নাইয়ের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তাছাড়া, তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, 'পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সম্মানিত সভাধিপতি ও আমার দলীয় সহকর্মী বলাই গোস্বামীর অকাল প্রয়াণে আমি অত্যন্ত শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁর প্রয়াণ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবার ও অসংখ্য গুণমুগ্ধদের পক্ষে এক অপূরনীয় ক্ষতি।গতকাল অসুস্থতার খবর পাওয়ার পরপরই তাঁর কন্যা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলি। এতটা অকালে চলে যাবেন ভাবতে পারিনি। রাজ্য আজ এক অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক এবং প্রশাসককে হারালো। আমি ঈশ্বরের নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করছি এবং এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবার - পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি'।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি লেখেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামীর আকস্মিক প্রয়ানে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। তার কর্মকুশলতা ও সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা সর্বদা স্মরণে থাকবে ন শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই ন বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি।

তাছাড়া, মন্ত্রী রতন লাল নাথ লেখেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং আমার রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘদিনের সাথী বলাই গোস্বামীর প্রয়াণে আমি মর্মাহত ব্যথিত এবং স্বজন হারা। তার এই প্রয়াণ তার পরিবারের পাশাপাশি রাজ্যবাসীর, দলের এবং আমার ব্যক্তিগতভাবেও এক বড় ক্ষতি, যা পূরণ হবার নয়। পরিজনদের সমবেদনা জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধান শিক্ষক নিগ্রহের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করল শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। অভিভাবকের হাতে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় সুবিচার চেয়ে এবার আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায় স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, সোমবার চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। জাতীয় সংগীতের পর চার শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে গেলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাস তাদের বাধা দেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সাথে থাকা এক অভিভাবক, পূজা নাথের মা সুমতি বর্ধন, বিদ্যালয়ে এসে প্রধান শিক্ষককে মারধর ও জুতোপেটা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত মহিলাকে থানায় নিয়ে গেলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। পরে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেয় এবং পুলিশ অভিযুক্ত মহিলাকে বিকেলে ছেড়ে দেয়।এদিকে, অভিযুক্ত মহিলা ধর্মনগর আই এস অফিসারের কাছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক নিগ্রহের সুবিচার চেয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চাঁদপুর এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত অভিভাবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। এদিকে, এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পরে থানার অফিসার ইনচার্জের আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেয়।

সংসদে পেশ নতুন আয়কর বিল

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বৃহস্পতিবার সংসদে আয়কর বিল ২০২৫ পেশ করবেন। সদ্য পেশ করা বাজেটে তিনি আয়কর ছাড়ের ঊর্ধসীমা ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করার প্রস্তাব দেন।

নতুন আয়কর আইন সংসদে পাশ হওয়ার পর কার্যকর করা হবে ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে। আয়কর আইনের সবটাই প্রধানত নতুন আয়কর কাঠামো কেন্দ্রিক।

২৩ ফেব্রুয়ারি মন কি বাত অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। চলতি মাসের ২৩ তারিখে সম্প্রচারিত হতে চলেছে মন কি বাত অনুষ্ঠানটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রেডিও জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের।

প্রধানমন্ত্রী চাইছেন এই অতিথিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দিন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই তিনি রেডিও জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও মন কি বাত অনুষ্ঠানে মতামত প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। অটোর ধাক্কায় গুরুতর হয়েছে বাইক চালক এবং আরোহী। আজ দুপুরে উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী এলাকার স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। এদিকে, ঘাতক অটো চালক গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া গতির কারণে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক ও গাড়ি

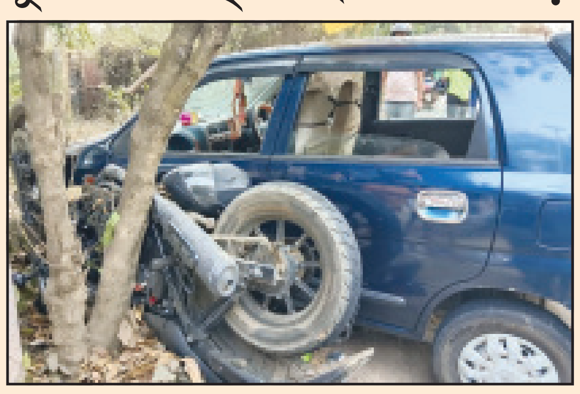

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে দুইজন। আজ বিকেলে সিপাহিজলা জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের সরকারি আবাসের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিকে, ঘাতক গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। পুলিশের ধারণা, বেপরোয়া গতির কারণে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ, ২০ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। ১৫ বছরের নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ কান্ডে যুক্ত এক সন্তানের জনককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দিল আদালত। বৃহস্পতিবার এই রায় দেন বিলোনিয়া জেলা দায়রা আদালতের বিচারপতি গোবিন্দ দাস।

১৫ বছরের নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণকান্ডে যুক্ত এক সন্তানের জনক রাজু দাস নামে এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে যানজট মুক্ত রাখতে ট্রাফিক দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে যৌথ অভিযানে নামে ট্রাফিক দপ্তর এবং আগরতলা পুর নিগম। আজ রাজধানীর বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় বেআইনিভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করা হয়েছে। আজ পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে কামান চৌমুহনী পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানান ট্রাফিক পুলিশের এসপি সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য।

এদিন ট্রাফিক পুলিশের এসপি সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য বলেন, শহরের আনাচে-কানাচে যত্রতত্র এলাকায় গাড়ি মোটর বাইক স্কুটি সহ নানান যানবাহন যেখানে খুশি সেখানেই পার্কিং করে চলছে জনগণ। মূলত শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে আজকের এই অভিযান। বেশ কিছু দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে রাজধানীর বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় বেআইনিভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। তাতে যানযট সৃষ্টি হচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, অনেকদিন যাবৎ বেআইনিভাবে রাস্তায় গাড়ি ও বাইক দাঁড় না করাতে সর্তক করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। তাছাড়া শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে এই অভিযান। পাশাপাশি, দূর্ঘটনা এড়াতেও এই অভিযান চালানো হয়েছে। আগামীদিনেও এরকম জারি থাকবে। তাছাড়া, যে সমস্ত যানবাহন সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে এবং যাঁরা হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরিয়েছেন তাদের জরিমানা করা হয়েছে।

পর্ষদের পরীক্ষা প্রস্তুতি সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (টিবিএসই) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫ এর প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে। আজ পরীক্ষার প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছেন টিবিএসই সচিব দুলাল দে।

প্রসঙ্গত, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে।

টিবিএসই সচিব দুলাল দে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে নেওয়ার জন্য সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই রাবার বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। নাশকতামূলক আগুনে পুড়ে ছাই হলো এক কৃষকের ১০ কানি জমির রাবার বাগান। বড়জলা এলাকায় রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিকারীদের লাগানো আগুনে পুড়ে ছাই হলো এক কৃষকের ১০ কানি রাবার বাগান, এমনই অভিযোগ মিলেছে।

বর্তমানে চলছে শুখা মরসুম আর শুখা মরশুমে রাবার গাছের সমস্ত পাতা ঝরে যায়। প্রতি বছরই এই শুখা মরসুম আসলে কৃষকদের রাবার বাগান জ্বালানোর তান্ডব লীলায় মেতে উঠে দুষ্কৃতিকারীরা। ঠিক একইভাবে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়জলা এলাকার কৃষক অজিত লাল বিশ্বাসের রাবার বাগানে বুধবার রাতে দুষ্কৃতিকারীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে ঘটনাটি স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দেয় বাগানের মালিক অজিত লাল বিশ্বাসকে এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। খবর পেয়ে রাবার বাগানে দ্রুত ছুটে আসেন মালিক অজিত লাল বিশ্বাস। তবে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আসার আগেই স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাট-কাঞ্চনবাড়ি

সড়কের বেহাল দশা, দুর্ভোগ, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৩ ডিসেম্বর ।। টানা একমাসেরও বেশি সময় ধরে বেহাল দশায় ধুঁকছে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ফটিকরায় ভায়া কাঞ্চনবাড়ি সড়কের দুই কিলোমিটার রাস্তা। স্থানে স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড়ো বড়ো গর্তের। দূর্ভোগে পড়েছেন যান চালক থেকে শুরু হল পথচারীরা। এযেন রাস্তা নয়, রীতিমত মরন ফাঁদ। ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন সেই রাস্তায় চলছে যানবাহন।

সংশ্লিষ্ট রাস্তায় চলতে গিয়ে দূর্ঘটনার শঙ্কা তাড়া করছে যান চালক থেকে শুরু করে পথচারীদেরকে। রাজ্যের ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট থেকে ফটিকরায় যাবার দীর্ঘ দুই কিলোমিটার রাস্তা। পাবিয়াছড়া বিধানসভা এলাকায় থাকা সেই ভঙ্গুর রাস্তায় এখন চলতে গিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে সাধারন মানুষকে। সঠিক সংস্কারের অভাবে কুমারঘাট বিবেকানন্দ চৌমুহনি থেকে ফটিকরায় বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে একাধিক জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে বড়ো বড়ো গর্তের।

সেই রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন যান চালকরা। জনৈক টটো চালক জানান, প্রতিদিন এই রাস্তায় ছোট-বড়ো প্রচুর গাড়ীর যাতায়াত। রাস্তার এই বেহাল দশায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারন পথচারী থেকে বিদ্যালয় পড়ুয়াদেরকে। বেহাল রাস্তার কারনে ধুলোয় ছেয়ে যাচ্ছে এলাকা। তিনি জানান, রাস্তার বেহাল দশার কারনে নষ্ট হচ্ছে গাড়ীর যন্ত্রাংশ।

জাগরণ আগরতলা ১৪ ফেব্রুয়ারি২০২৫ ইং
১ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের সূচকে উন্নতি

বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত বর্ষ। দেশের প্রত্যেক জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিতেছেন। অবশ্য গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা নিয়া বিতর্কের অন্ত নাই। সমালোচকরা বরাবরই দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলিয়াছেন। অবশ্য এইসব অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করা যাইবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে।

গণতন্ত্রের বেহাল দশা নিয়া বরাবর সরব বিরোধীরা। এমনকী বুদ্ধিজীবী তথা গণতন্ত্রপ্রেমীরাও মোদি জমানাকে বারবার স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিতে ছাড়েননি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষা বলিতেছে, দেশে গণতন্ত্রের দশা ততটাও বেহাল নয়। অন্তত গত বছরের তুলনায় খানিকটা হইলেও উন্নতি হইয়াছে ভারতের।লন্ডনের 'ইকনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট' সম্প্রতি ১৬৫টি দেশ এবং দুটি স্বশাসিত অঞ্চলে গণতন্ত্র নিয়া একটি সমীক্ষা চালাইয়াছে। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বেই গণতন্ত্রের সূচকের অবনতি হইতেছে। ২০২২ থেকে ২০২৩-এ বিশ্বে 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের' সংখ্যা বাড়িলেও গণতন্ত্র সূচকের গড়ে পতন হইয়াছে। ২০২২-এ গড় ছিল ৫.২৯, ২০২৩-এ সেটি কমিয়া ৫.২৩। একমাত্র পশ্চিম ইউরোপ ছাড়া গোটা বিশ্বেই গণতন্ত্রের মানের অবনতি হইয়াছে।সমীক্ষায় বিভিন্ন দেশকে 'পূর্ণ গণতন্ত্র', 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র', 'মিশ্র শাসন ব্যবস্থা', স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা'র মতো বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হইয়াছে। ভারত ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের তকমা পাইয়াছে। তবে সার্বিকভাবে ভারতের সূচকে উন্নতি হইয়াছে। ভারতের প্রাপ্ত নম্বর ৭.১৮, তালিকায় স্থান ৪১। অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা ভারতের গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন করিয়াছে।

তবে ভারতের উন্নতি হইলেও গণতন্ত্রের সূচকে অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে প্রতিবেশী পাকিস্তান। এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের সূচকে পাকিস্তান ১১৮ নম্বরে। তাহাদের প্রাপ্ত নম্বর ৩.২৫। যাহা গতবারের থেকে .৮৮ পয়েন্ট কম। এই তালিকায় পাকিস্তানকে মিশ্র শাসন ব্যবস্থা থেকে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় অবনিত করা হইয়াছে। অন্যদিকে স্বৈরাচারী চিনের শাসনব্যবস্থার আরও অবনতি হইয়াছে। ২.১২ পয়েন্ট নিয়া তালিকায় ১৪৮ নম্বরে জিনপিংয়ের দেশ। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন সরকার বদল না হওয়ায় বাংলাদেশের গনতন্ত্র নিয়া উদ্বেগপ্রকাশ করা

হইয়াছে ওই রিপোর্টে। এই তালিকার শীর্ষে রহিয়াছে নরওয়ে, দু নম্বরে নিউজিল্যান্ড। ভারতের অবস্থান নিয়া সমীক্ষায় যে রিপোর্ট উত্তাপিত হইয়াছে দেশের অর্থনৈতিকবিদরা তাহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারত আরো সামনের সারিতে আসবে বলিয়ায় তাহারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য যেসব প্রয়াস নেওয়া হইয়াছে সেইসব প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়াই ইহার সুফল মিলিবে।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি ম্যাচের সময়সূচি

দুবাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার রাতে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ এর প্রস্তুতি ম্যাচের সময়সূচি ঘোষণা করেছে। টুর্নামেন্টটি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচগুলি হবে ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি। প্রস্তুতি ম্যাচগুলি দিন-রাত হবে।

প্রস্তুতি সূচি :

১৪ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান, গাদ্দাফি স্টেডিয়াম (লাহোর)

১৬ ফেব্রুয়ারি: নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান, ন্যাশনাল স্টেডিয়াম (করাচি)

১৭ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, জাতীয় স্টেডিয়াম (করাচি)

১৭ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ, আইসিসি ক্রিকেট একাডেমি (দুবাই)।

ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া দেশে এবং দেশের বাইরে একদিনের সিরিজ খেলছে। তাই তারা কোনও প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নিচ্ছে না। এই ৩ টি দেশ তাদের একদিনের সিরিজ গুলো শেষ করে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে যোগ দেবে।

কোনও অংশ অপসারণ করা হয়নি, ওয়াকফ বিল নিয়ে বিরোধীদের জবাব রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে তুমুল হট্টগোল। জানা গেছে, জেপিসি রিপোর্ট সংসদে পেশ হতেই বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে বিক্ষোভ বিরোধী সাংসদদের। এই নিয়ে এদিন দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

যদিও কোনও বেনিয়ম কিছু হয়নি, বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি সরকারপক্ষের। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, কোনও অংশ মুছে ফেলা বা অপসারণ করা হয়নি। সবকিছুই সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সমস্ত ভিন্নমতের নোট প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াগরাজ বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই ও রাজ্যপাল রমেন ডেকা এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ ড. রমন সিং। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, বিধায়ক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও। বিমানবন্দরে পৌঁছে সকলেই রওনা হন ত্রিবেণী সঙ্গমের উদ্দেশ্যে। জানা গেছে, এদিন পুণ্যস্নান করে গঙ্গা পুজো করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই।

দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে তুমুল হট্টগোল। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় তুমুল হট্টগোল ওয়াকফ বিল নিয়ে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার জেপিসি রিপোর্ট সংসদে পেশ হতেই বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে বিক্ষোভ বিরোধী সাংসদদের। যদিও কোনও বেনিয়ম কিছু হয়নি, বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি সরকারপক্ষের। এদিন দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

সহজসাধ্য উদ্ভাবনে ভাবিকালে শক্তির যোগানদার ভারতের যুগান্তকারী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা

নয়াদিল্লি,১৩ ফেব্রুয়ারি।। ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বায় রূপান্তরণমূলক বিপ্লবের সাক্ষী থাকছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্ব। ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সহজসাধ্য খরচে কম্পিউটার সংক্রান্ত সক্ষমতা, জিপিইউসমূহ এবং গবেষণার সুযোগ সহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার বাস্তুব্যবস্থাকে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

মোদি সরকার নিশ্চিত করেছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা শুধুমাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েকজনের জন্য নয় এবং বড় প্রযুক্তি সংস্থা এবং বিশ্বব্যাপী দানবীয় আধিপত্যের লোকদের জন্য নয়। যুগান্তকারী নীতির মাধ্যমে, মোদি সরকার ছাত্র, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকদের বিশ্ব-মানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার পরিকাঠামো সহজলভ্য করতে পেরেছে, সত্যিকারের সমান একটি সক্রিয়তার পরিসর তৈরি করছে। ইন্ডিয়া এ আই মিশন হোক বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স বা উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, এক্ষেত্রে দেশে বাস্তুব্যবস্থার উন্নতি করতেই মোদি সরকারের এই সমস্ত উদ্যোগ। ভারতকে বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার শীর্ষস্থানীয় অবস্থায় নিয়ে যেতে মোদি সরকার কি করছে তাতে নজর দেওয়া যাক।

ভারতের এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মিশন :- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা সহজলভ্যকরনের অগ্রযাত্রা ভারতের এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার বাস্তুব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ২০২৪-এ মোদি সরকারের ১০, ৩০০কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের ইন্ডিয়াএআই মিশন বা ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার অভিযাত্রাকে অনুমোদন প্রদান। আগামী পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারিত এই তহবিলে একে সফল করতে বিভিন্ন উপাদানকে অনুঘটক হিসেবে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। একটি হাই-এন্ড বা উচ্চ প্রান্তিক সাধারণ কম্পিউটিং সুবিধায় ইন্ডিয়া এআই মিশন এখন ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করে ভারতীয় প্রেক্ষাপটের জন্য দেশীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা বা এ আই সমাধান প্রায় পরিমার্জিত স্তরে পৌঁছে গেছে। এ আই মডেলটি মোটামুটি ১০০০০ জিপিইউ গণনার সুবিধা দিয়ে শুরু হচ্ছে। শীঘ্রই অবশিষ্ট ৮৬৯৩ জিপিইউ যোগ করা হবে।

জিপিইউ পরিকাঠামো এবং উন্মুক্ত জিপিইউ বাজার :- ইন্ডিয়া এ আই মিশন সূচনার দশমাসের মধ্যে এর নোডাল বা দায়বদ্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। পাশাপাশি প্রায় ১৮,৬৯৩টি গ্রাফিক প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, জিপিইউ সহ একটি উচ্চপ্রান্তীয় ও শক্তিশালী সাধারণ কম্পিউটিং সুবিধাও তৈরি করেছে। আর তা ওপেন সোর্স মডেল ডিপসিকের প্রায় নয় গুণ এবং চ্যাটজিপিটির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। উল্লেখযোগ্যভাবে, মোদী সরকার ভারতের জিপিইউ মার্কেটপ্লেস বা বাজার খোলার পথপ্রদর্শক এবং এই সরকারই প্রথম, যারা ভারতে জিপিইউ বাজার খুলেছে, যার ফলে ছোট স্টার্টআপ, গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চ- কার্যক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটিং সংস্থা সহজলভ্য করার সুযোগ করে দিয়েছে, যেখানে বড় দেশগুলিতে এ আই বাজার প্রায়শই বৃহৎ শিল্পোদোগ সংস্থার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। মোদী সরকার আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা কার্যকর করার জন্য ১৮,০০০ উচ্চমানের জিপিইউ -ভিত্তিক কম্পিউট সুবিধা প্রদান করবে এবং এর মধ্যে ১০, ০০০ ইতিমধ্যেই উপলব্ধ। সরকার ১০টি কোম্পানিকেও নির্বাচন করেছে যারা ১৮,৬৯৩টি জিপিইউ সরবরাহ করবে। উপরন্তু, ভারত আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব গ্রাফিক্স প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (জিপিইউ) তৈরি করবে এবং আগামী ১০ মাসের মধ্যে একটি দেশীয় মৌলিক এ আই প্ল্যাটফর্ম বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার মঞ্চের প্রত্যাশা করা যেতেই পারে। সরকার শীঘ্রই একটি সাধারণ কম্পিউটিং সুবিধা চালু করবে যেখানে স্টার্টআপ এবং গবেষকরা কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার করতে পারবেন। বিশ্বব্যাপী জিপিইউ সহজলভ্যতার খরচ প্রতি ঘন্টায় প্রায় আড়াই থেকে তিন ডলার হলেও, মোদী সরকার প্রতি ঘন্টায় মাত্র ১ ডলারে তা সহজলভ্য করবে। গবেষক, স্টার্টআপ, শিক্ষাবিদ, কলেজ, আইআইটি, সকলেই এই কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার করতে পারবেন এবং তারা মৌলিক মডেল শুরু করতে পারবেন।

ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা তথ্য সংস্থাপন মঞ্চ : - উন্মুক্ত তথ্য ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা উদ্ভাবন সক্ষমতা তথ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জ্বালানি, এবং সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় এবং পরিত্যক্ত তথ্য সংস্থাপন, এমনকি সবচেয়ে দক্ষ তথ্য বিজ্ঞানী এবং বিকাশকারীরাও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন। সেটা মাথায় রেখেই, মোদী সরকার বৃহত্তর গবেষক গোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত তথ্য সংস্থাপকসমূহ সহজলভ্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

ইন্ডিয়াএআই বা ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা তথ্য সংস্থাপনের মাধ্যমে সরকার উচ্চমানের, ব্যক্তিগত নয় এমন তথ্য সংস্থাপনার বিষয়কে সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করছে, একটি সমন্বিত তথ্য সংক্রান্ত মঞ্চ তৈরি করছে যা ভারতীয় স্টার্টআপ এবং গবেষকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সহজলভ্যতা সক্ষম করবে, এআই -চালিত উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে। এই এআই তথ্য সংস্থাপনা মঞ্চে বেনামী তথ্যের বৃহত্তম সংগ্রহ থাকবে যা উদ্ভাবনকে পরিচালিত করবে এবং এআই অ্যাপ্লিকেশন বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার প্রয়োগগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন ঃ-** নয়াদিল্লিতে স্বাস্থ্যসেবা , কৃষি এবং সুস্থায়ী নগর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দিয়ে ২০২৩-এ মোদি সরকার তিনটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার উৎকর্ষ কেন্দ্র (সি ও ই) স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলো। ২০২৫ এর প্রস্তাবিত বাজেটে ৫০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরে শিক্ষার জন্যও নতুন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা ছিলো। আর সেটি ছিলো, দেশের মধ্যে চতুর্থ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা। সরকার ৫টি জাতীয় দক্ষতা কেন্দ্রের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে, যা যুবসমাজকে শিল্প-প্রাসঙ্গিক দক্ষতায় সজ্জিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মেক ফর ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড বা ভারতের জন্য তৈরী করুন, বিশ্বের জন্যও তৈরী করুন এই ভাবনায় উৎপাদনের প্রয়াসকে সমর্থন করার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হবে।

ভারতের ভিত্তিগত বৃহৎ ভাষার মডেল ঃ- ভারত কেবল একটি শক্তিশালী এ আই বাস্তুব্যবস্থা তৈরি করছে না বরং ইতিমধ্যেই মৌলিক এ আই মডেল তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার নিশ্চিত করেছে যে ভারতের এ আই অগ্রগতি দেশীয়। ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা প্রস্তাব আহ্বানের মাধ্যমে এল এল এম এবং এস এল এম সহ দেশীয় মৌলিক এ আই মডেলগুলি বিকাশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ শুরু করেছে। অসাধারণ সাফল্যগুলির মধ্যে একটি হল ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনী, ভারতের এআই-নেতৃত্বাধীন ভাষা অনুবাদ প্ল্যাটফর্ম যা ভারতীয় ভাষায় ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল পরিষেবাগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস সক্ষম করার চেষ্টা করে, যার মধ্যে ভয়েস-ভিত্তিক অ্যাক্সেসও রয়েছে এবং ভারতীয় ভাষায় সামগ্রী তৈরিতে সহায়তা করে। ভারতজেন বিশ্বের প্রথম সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত মাল্টিমডাল এলএলএম উদ্যোগ। ভারতজেন, একটি জেনারেটিভ এআই, যা ২০২৪ সালে দিল্লিতে ভারতে চালু হয়েছিল। ভাষা, বক্তৃতা এবং কম্পিউটার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক মডেলগুলির একটি স্যুট তৈরি করে জনসাধারণের পরিষেবা প্রদানে বিপ্লব ঘটাতে এবং নাগরিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য এই উদ্যোগটি তৈরি করা হয়েছে। ভারতজেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষস্থানীয় এআই গবেষকদের একটি কনসোর্টিয়াম অন্তর্ভুক্ত করে। সর্বম-১ এআই মডেল, এই উদ্ভাবনী বৃহৎ ভাষার মডেলটি ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য স্পষ্টভাবে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা এআই ভূদৃশ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান পূরণ করে। সর্বম-১, ২ বিলিয়ন প্যারামিটার নিয়ে গর্বিত, দশটি প্রধান ভারতীয় ভাষাকে সমর্থন করে, যা ভাষা অনুবাদ, পাঠ্য সারসংক্ষেপ এবং বিষয়বস্তু তৈরির মতো বিভিন্ন প্রায়োগিকতায় বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা তুলে ধরে। চিত্রলেখা হল এ আই ফর ভারতের তৈরি একটি ওপেন-সোর্স ভিডিও ট্রান্সক্রিপশন প্ল্যাটফর্ম। উন্নত এ আই মডেলগুলি ব্যবহার করে, চিত্রলেখা ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অডিও ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি এবং সম্পাদনা করার ক্ষমতা দেয় অনায়াসে। প্ল্যাটফর্মের ওপেন-সোর্স প্রকৃতি সম্প্রদায়ের অবদানকে উৎসাহিত করে এবং এ আই -চালিত ভিডিও প্রক্রিয়াকরণে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে।

এস এম এল -এর হনুমান এভারেস্ট প্রথম পর্য্যায়ের উন্মোচন হয়েছে, যা একটি বহুমুখী বহুভাষিক এ আই পদ্ধতি, যা হিন্দি, বাংলা, তামিল এবং তেলুগু সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার জন্য সাজানো হয়েছে। এই পদ্ধতি বর্তমানে ৩৫টি ভাষা সহজলভ্য এবং শীঘ্রই এর ভাষা ক্ষমতা ৯০টিতে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রস্তুত।

ভারত বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রতিভা এবং দক্ষতা প্রবেশে নেতৃত্ব দিচ্ছে ঃ- এআই ট্যালেন্ট পাইপলাইন এবং এআই শিক্ষা মেট্রো শহর ছাড়িয়ে গেছে ইন্ডিয়াএআই ফিউচার স্কিলস উদ্যোগের অধীনে, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি প্রোগ্রামগুলিতে এআই কোর্সগুলি সম্প্রসারিত করা হবে। এছাড়াও, শীর্ষ ৫০টি এনআইআরএফ-র‍্যাঙ্কড গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এআই নিয়ে গবেষণা করা পূর্ণকালীন পিএইচডি প্রাপ্তদের ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে।

এ আই শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য, সরকার টায়ার টু এবং টায়ার থ্রী শহরগুলিতে ডেটা এবং এ আই ল্যাব স্থাপন করছে। এই ল্যাবগুলি বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য মৌলিক এ আই কোর্সের সুযোগ দেবে। দিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি (এন আই ই এল আইটি) -এ ইতিমধ্যেই একটি মডেল ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা তথ্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা দক্ষতা অনুপ্রবেশে ভারত প্রথম স্থানে রয়েছেঃ- স্ট্যানফোর্ড এআই সূচক ২০২৪ অনুসারে, ভারত এআই দক্ষতা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানে রয়েছে। এআই দক্ষতা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে ভারত ২.৮ স্কোর নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রথম স্থানে রয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২.২) এবং জার্মানি (১.৯)কে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৬ সাল থেকে দেশটি এআই প্রতিভা কেন্দ্রীকরণে ২৬৩ শতাংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে, যা এআইতে একটি প্রধান বৈশ্বিক খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহিলাদের জন্য জ্ঞ্জ দক্ষতা অনুপ্রবেশের হার ১.৭ নিয়ে ভারত শীর্ষে, তারপরেই রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১.২) এবং ইজরায়েল (০.৯)। এই সাফল্য এ আই দক্ষতা উন্নয়নে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য ভারতের চলমান প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে।

এআই উদ্ভাবনে উপস্থিতি বাড়ছে ঃ- উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, ভারতীয় যুবসমাজ সেরাদের মধ্যে অন্যতম। ভারত বিশ্বব্যাপী দ্রুততম বর্ধনশীল ডেভেলপার জনসংখ্যা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, জি আই টি হাবে -এ জন সঞ্চারণ বা পাবলিক জেনারেটিভ এ আই প্রকল্পগুলিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বার জন্য একটি উদ্ভাবনী কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে, বিশ্বের এ আই প্রতিভার ১৬ শতাংশ হাব বা আবাসস্থল এবং এ আই দক্ষতা দ্রুত গ্রহণের চিত্র রয়েছে।

ভারত শীর্ষ ৫টি দ্রুত বর্ধনশীলএ আই প্রতিভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছেঃ- হুইবক্সের 'ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪' ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে ভারতের এআই শিল্প ২০২৫ সালের মধ্যে ২৮.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে, যার সি এ জি আর ৪৫ শতাংশ ।এছাড়াও, ভারতে এআই-দক্ষ কর্মী সংখ্যা ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং কানাডার পাশাপাশি ভারত শীর্ষ পাঁচটি দ্রুত বর্ধনশীল এআই প্রতিভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতে এআই পেশাদারদের চাহিদা প্রায় ১০ লক্ষে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী মন্দার মধ্যে ভারতের জেন ইকোসিস্টেম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঃ- ২০২৪ সালের নভেম্বরে এন এ এসএস সি ও এম -এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মন্দার মধ্যেও ভারতের জেনারেটিভ বা সঞ্চারণমূলক এআই বাস্তুব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ভারতীয় জেনারেটরি এআই স্টার্টআপ তহবিল প্রায় ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার নেতৃত্বে ছিল বিটুবি এবং এজেন্টিক এআই স্টার্টআপগুলি। পরীক্ষামূলক ব্যবহারের ক্ষেত্রে থেকে স্কেলেবল, উৎপাদন-প্রস্তুত সমাধানে ভারতীয় জেনারেটরি এআই বাস্তুব্যবস্থার বিবর্তন এর ক্রমবর্ধমান পরিপক্কতায় প্রতিফলিত হয়।

ভারত এআই গ্রহণেও শীর্ষ স্থানে আছে ঃ- বিসিজি-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত এ আই গ্রহণে এগিয়ে রয়েছে, যেখানে ৮০ শতাংশ কোম্পানি এ আইকে একটি মূল কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা বিশ্বব্যাপী গড়ে ৭৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এটি প্রকাশ করেছে যে ৬৯ শতাংশ ভারতীয় কোম্পানি ২০২৫-এ তাদের প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে, যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কোম্পানি এ আই-র উদ্যোগে ২৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বরাদ্দ করবে। এটি একটি ব্যাপক ডিজিটাল রূপান্তর এজেন্ডার দিকে দেশের অভিযানকে প্রতিফলিত করে।

র‍্যান্ডস্ট্যাড এআই অ্যান্ড ইক্যুইটি রিপোর্ট ২০২৪ অনুসারে, ভারতে কর্মক্ষেত্রে এআই দ্রুত প্রবেশ করেছে, ২০২৪ সালে প্রতি ১০ জনে সাতজন কর্মচারী কর্মক্ষেত্রে কোনও না কোনও ধরনের এআই ব্যবহার করেছেন, যা এক বছর আগে প্রতি ১০ জনে ৫ জন ছিল।

ভারতীয় এআই প্রতিনিয়ত উত্থান ঃ- স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা -চালিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসা (এস এম বি)গুলি মাত্রাবৃদ্ধির দক্ষ উপায়গুলি আবিষ্কার করছে, ব্যক্তিগতকৃত গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান করছে এবং ব্যাক-অফিস কার্য্যক্রমকে অপ্টিমাইজ করছে। 'সেলসফোর্স'-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতে এ আই ব্যবহারকারী ৭৮ু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় রাজস্ব বৃদ্ধির কথা জানা গেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৩ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভারতীয় ব্যবসায়ী বলেছেন যে, এ আই রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

ভারতে এআই বাজারের অগ্রগতি বিসিজি-এন এ এস এস সি ও এম রিপোর্ট -২০২৪ অনুসারে, ভারতের এ আই বাজারের দ্রুত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। এ আই বাজার উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনার উপর জোর দিতে গিয়ে ২৫-৩৫ শতাংশ সি এ জি আর হার বাড়বে। এ আই নিয়মিত কাজগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে তুললেও, এটি তথ্য বিজ্ঞান বা ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং এবং এআই পরিচালিত অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগগুলিতে নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করে।

অ্যাক্সেলারেটরের ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্কঃ- ভারতে ৫২০-র বেশি টেক ইনকিউবেটর এবং অ্যাক্সেলারেটর রয়েছে। ভারতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সংখ্যক সক্রিয় কর্মসূচি রয়েছে, গত পাঁচ বছরে ৪২ শতাংশ কর্মসূচি ভারতীয় স্টার্টআপগুলির চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। টি- হাব ম্যাথের মতো অ্যাক্সেলারেটরগুলি এআই স্টার্টআপগুলিকে পণ্য উন্নয়ন, ব্যবসায়িক কৌশল এবং স্কেলিং সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালের প্রথম মাসগুলিতে, ম্যাথের অধীনে ৬০টিরও বেশি স্টার্টআপ ছিল এবং তাদের মধ্যে পাঁচটি তহবিল আলোচনার অধীনে রয়েছে।

ভ্যালেন্টাইন ডে'র প্রকৃত ইতিহাস

হামিদুর রহমান পলাশ

'ভ্যালেন্টাইন ডে' কোথা থেকে এলো,বিভিন্ন Encyclopedia অধ্যয়ন করলে সহজেই Saint Valentine-এর ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাবে। আরো জানা যাবে "Saint Valentine Day"-এর ঐতিহাসিক সূত্র। ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের কথা। তখন রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস নারী-পুরুষের বিবাহ বধনে আবদ্ধ হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন।

তার ধারণা ছিল, বিবাহ বধনে আবদ্ধ হলে যুদ্ধের প্রতি পুরুষদের অনীহা সৃষ্টি হয়। সে সময় রোমের খ্রিষ্টান গির্জার পুরোহিত 'ভ্যালেন্টাইন' রাজার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে গোপনে নারী- পুরুষের বিবাহ বধনের কাজ সম্পন্ন করতেন। এ ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়। ভ্যালেন্টাইন রাজাকে জানালেন, খিষ্টধর্মে বিশ্বাসের কারণে তিনি কাউকে বিবাহ বধনে আবদ্ধ হতে বারণ করতে পারেন না। রাজা তখন তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় রাজা তাকে খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে প্রাচীন রোমান পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে আসার প্রস্তাব দেন এবং বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলেন।

উল্লেখ্য, রাজা দ্বিতীয় ক্লডিয়াস প্রাচীন রোমান পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাস করতেন এবং তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যে এ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। যা হোক, ভ্যালেন্টাইন রাজার প্রস্তাব মানতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি অনুগত থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন। তখন রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। অত:পর রাজার নির্দেশে ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

পরে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাধান্য সৃষ্টি হলে গির্জা ভ্যালেন্টাইনকে Saint হিসেবে ঘোষণা করে। ৩৫০ সালে রোমের যে স্থানে ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল সেখানে তার স্মরণে একটি গির্জা নির্মাণ করা হয়। অবশেষে ৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ গ্লসিয়াস ১৪ ফেব্রুয়ারিকে "Saint Valentine Day" হিসেবে ঘোষণা করেন। ভ্যালেন্টাইন কারারক্ষীর যুবতী মেয়েকে ভালোবাসার কারণে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ গ্লসিয়াস ১৪ ফেব্রুয়ারিকে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' ঘোষণা করেননি।

কারণ, খ্রিষ্ট ধর্মে পুরোহিতদের জন্য বিয়ে করা বৈধ নয়। তাই পুরোহিত হয়ে মেয়ের প্রেমে আসক্তি খ্রিষ্ট ধর্মমতে অনৈতিক কাজ। তা ছাড়া, ভালোবাসার কারণে ভ্যালেন্টাইনকে কারাগারে যেতে হয়নি। কারণ, তিনি কারারক্ষীর মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন কারাগারে যাওয়ার পর। সুতরাং, ভ্যালেন্টাইনকে কারাগারে নিক্ষেপ ও মৃত্যুদণ্ডদানের সাথে ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই ভ্যালেন্টাইনের কথিত ভালোবাসা সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে'র মূল বিষয় ছিল না। বরং ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসাই তার মৃত্যুদণ্ডের কারণ ছিল।

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় উৎসব কিভাবে প্রেমিকা-প্রেমিকদের উৎসবে পরিণত হলো এটা জানার জন্য আমাদের প্রাচীন রোমান পৌত্তলিক ধর্মীয় উৎসব 'লুপারকেলিয়া' সম্পর্কে জানতে হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক "Saint Valentine Day" হিসেবে ঘোষণার আগে এ দিনটি পৌত্তলিক ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হতো। তখন তারা ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত লুপারকেলিয়া উৎসব পালন করত।

ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন "Valentine Day" কার্ডে Cupid-এর প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এ দিনে রোমানদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল, প্রেমের দেবী জুনুর আশীর্বাদ কামনায় যুবকদের মধ্যে যুবতীদের বন্টনের জন্য লটারির আয়োজন। তারা যুবতী মেয়েদের নাম লিখে একটি বাক্সে রাখত এবং লটারির মাধ্যমে যুবকরা এসে নাম তুলত। লটারিতে যার সাথে যার নাম উঠত এক বছরের জন্য তারা লিভ টুগেদার করত।

এ ধরনের নানা অনৈতিকতা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন লটারির মাধ্যমে যুবতীদের বন্টনের রীতি ফন্সান্স সরকার ১৭৭৬ সালে নিষিদ্ধ করেছিল। ক্রমান্বয়ে এটি ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মান থেকেও উঠে যায়। ইংল্যান্ডেও এক সময় এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আধুনিক সভ্যতার এ যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত প্রেমিক উৎসব চালু হলো কিভাবে? ইস্টার এ হল্যান্ড নামক এক চতুর কার্ড বিক্রেতা কোম্পানি প্রথম "What Else Valentine" নামে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে আমেরিকান ভ্যালেন্টাইন ডে ক, র্ড বানায় এবং প্রথম বছরই ৫০০০ ডলারের কার্ড বিক্রি হয়। পরে সুযোগসধানী মিডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্যালেন্টাইন ডে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সুযোগসধানী নীতিহীন ব্যবসায়ী ও সস্তা জনপ্রিয়তাকামী একশ্রেণীর মিডিয়া ২৫০০ বছরের পুরনো লটারির মাধ্যমে যুবকদের মাঝে যুবতীদের বন্টনের মতো একটি ঘৃণ্য রীতিকে ভালোবাসা দিবসের মোড়কে প্রেমিক-প্রেমিকার উৎসবে পরিণত করেছে। 'ভ্যালেন্টাইন ডে' সম্পর্কিত এসব অজানা তথ্য জানার পরও ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং বাংলাদেশী ঐতিহ্যে লালিত কোনো নারী কিংবা পুরুষ কি এই দিনে তার প্রিয়জন থেকে কোনো চিরকুট, প্রেমপত্র, লাল গোলাপ, ভ্যালেন্টাইন ডে কার্ড পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকবে?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল বিএসআই

নয়া দিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারী (পি. আই. বি): বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (বিএসআই) আজ কলকাতায় ১৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে। একই সঙ্গে শুরু হল তৃতীয় প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি, এথনোবোটানি, বোটানিক গার্ডেনস এবং বায়োডাইভার্সিটি বিষয়ে ৩ দিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র। উপস্থিত ছিলেন বিএসআই — এর অধিকর্তা ডঃ আশিহো আসোসি মাও, জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জী এবং দেশ বিদেশের খ্যাতনামা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা।

একই সঙ্গে দুটি অনুষ্ঠানের সূচনা করে ডঃ মাও বলেন, এত বড় মাপের অনুষ্ঠানে ভারতে বিজ্ঞান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, গবেষক এবং সংরক্ষণবিদরা। তিনি আরও বলেন, ভারত অন্যতম জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের দেশ, যার পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর কথায়, দেশ যখন ২০৪৭ — এর বিকশিত ভারতের দিকে এগোচ্ছে, তখন উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণায় প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী উন্নয়নে বোটানিক গার্ডেনের ভূমিকায় বিএসআই —এর প্রয়াসের পর্যালোচনা করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, এই ধরনের সম্মেলন উদ্ভাবনীমূলক রণকৌশল, আন্তঃ বিভাগীয় সহযোগিতা এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় নীতির আবশ্যিকতা প্রকাশ করে, যাতে ভারতের জীববৈচিত্র্য সুস্থায়ী হয়।

জেডএসআই — এর অধিকর্তা ডঃ ব্যানার্জী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিএসআইকে অভিনন্দন জানান এখনও প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য এবং অর্থবহ ১৩৬ বছরের দীর্ঘ যাত্রার জন্য। তিনি প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানান। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে একই সঙ্গে এই দুই প্রতিষ্ঠানের যাত্রার সূচনার ঐতিহ্য স্মরণ করে জেডএসআই এবং বিএসআই — এর 'বিরাসত' এবং 'বিকাশ' ছাড়াও দুটি সংস্থার সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং নেতৃত্বদান বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানকে জৈব ঐতিহ্যের অভিভাবক এবং পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষার স্থপতি হিসেবে বর্ণনা করেন। পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষায় দুই সংস্থার প্রাসঙ্গিকতারও উল্লেখ করেন তিনি।

ন্যাশনাল বায়োডায়ভার্সিটি (এনবিএ)-এর সদস্য সচিব ডঃ বি বালাজি, পরিবেশ, অরণ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের বিজ্ঞানী জি শ্রী রঘুনাথ কুমার কোদালি, ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ হিমাদ্রিশেখর দেবনাথ এবং বিএসআই- এর রিসার্চ অ্যাডভাইসরি অ্যান্ড মনিটরিং কমিটির অধ্যাপক সি আর বাবুও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে বিএসআই প্রকাশিত ফ্লোরা অফ ইন্ডিয়া, বুক অফ অ্যাবস্ট্র্যাকটস ইত্যাদি বইয়ের আবরণ উন্মোচন হয়।

তিনদিনের এই সম্মেলনের সমাপ্তি হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

অসমে বৃহস্পতিবার থেকে উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা, অবতীর্ণ ৩০৬৯২৫ শিক্ষার্থী

গুয়াহাটি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আজ বৃহস্পতিবার থেকে অসমে শুরু হয়েছে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা। রাজ্যের ৮৫৬টি কেন্দ্রে ৩,০৬,৯২৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,৪৪,৫০২ জন ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১,৬২,৫২৩। এবার প্রথম সর্বাধিক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। এবার কলা শাখায় ২,৩০,০৯১, বিজ্ঞান শাখায় ৫৭,৭২৪ এবং বাণিজ্য শাখায় অবতীর্ণ হয়েছেন ১৭,৮৬৯ জন পরীক্ষার্থী। পাশাপাশি কারিগরি শাখায় অবতীর্ণ হয়েছেন ১,২৪১ জন।

অন্যবারের মতো এবারও সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সব পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় বলবৎ করেছেন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা। এছাড়া শিক্ষা বোর্ডের বিশেষ কন্টোল রুম থেকে সব পরীক্ষা কেন্দ্রে সংস্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরায় নজদারি রাখা হবে। সঙ্গে প্রত্যেক স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রে মোতয়েন করা হয়েছে সশস্ত্র পুলিশ এবং সিআরপিএফ বাহিনী।

এছাড়া ইতিমধ্যেই শিক্ষা বোর্ড থেকে আরও কিছু কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পরীক্ষা হল-এর ১০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত সাধারণ কোনও নাগরিকের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছে জেলা প্রশাসন। পরীক্ষা হল-এ প্রবেশ করতে পারবেন না পরীক্ষার্থী বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ। পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় কোনও ধরনের জ্যাম তৈরিতে বারণ করা হয়েছে। আরও নিষেধাজ্ঞা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ পরীক্ষা হল-চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন না। পরীক্ষা হল-চত্বরে প্রবেশ করতে হলে লাগবে বৈধ অনুমতি। কেবল তা-ই নয়, পরীক্ষা হল-এর কোনও পরীক্ষা অনুমতি ছাড়া কোনও সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেবন না। পরীক্ষা হল-এ কোনও পরীক্ষার্থীর নেওয়া চলবে না কোনও ধরনের ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী। নিতে পারবেন না মোবাইল ফোন, স্মার্ট ঘড়ি এবং ক্যালকুলেটর।তাছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অনুমতি ছাড়া গাড়ি-ঘোড়া বা যে কোনও ধরনের যানবাহন পার্কিঙেও জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার অধীনে এই কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যদি কেউ জারিকৃত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করেন, তা-হলে আইনি শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে।

আগের তথ্য ফিরল অভিষেকের ফেসবুক পেজে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অভিষেকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আবার আগের তথ্য ফিরল। বিগত দুদিন ধরে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ-এর 'বায়ো'তে দলের নাম উধাও হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। শুধু লেখা ছিল সাংসদ এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পরিচয়। ওই ঘটনার জন্য মেটা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ। নোটিশ পাঠানোর পর বৃহস্পতিবার দেখা যায়, ফেসবুকে অভিষেকের অফিশিয়াল পেজে তাঁর "বায়ো"তে ফিরেছে আগের তথ্য। রয়েছে দলের নাম। লেখা - লোকসভার সাংসদ, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অভিষেকের অনুরাগীরা দেখেছেন তৃণমূল সাংসদের নামের পাশ থেকে তাঁর দলের নাম অর্থাৎ তৃণমূল উধাও হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই অভিষেককে খবর দেন তাঁরা। এরপরই পদক্ষেপ করেন অভিষেক। তারপরেই পূর্বাবস্থায় ফিরলো ফেসবুক পেজের বায়ো।

হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে শুক্রবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে শুক্রবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে এমনটাই জানা গেছে।

উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন অব্যাহত

নৈনিতাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে ৩৮তম জাতীয় গেমসে অংশগ্রহণকারীদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন বিভাগে নতুন নতুন রেকর্ড গড়েছেন। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোতে উত্তর প্রদেশের শচীন যাদব ৮৪.৩৯ মিটার থ্রো করে ইতিহাস তৈরি করেছেন। ১০ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে তিনি স্বর্ণপদক জিতেছেন। উত্তরাখণ্ডের দৌড়বিদ অঙ্কিতা ধ্যানি ৫০০০ মিটার দৌড়ে তিনি সোনা জিতেছেন। জিমন্যাস্টিকসে মজিদা খাতুন রুপো এবং অনিকেত চক্রবর্তী ও প্রতিষ্ঠা সামান্থা ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

সরোজিনী নাইডুর জন্মবার্ষিকীতে উদযাপিত হল জাতীয় মহিলা দিবস

আরারিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিহারের ফরবিসগঞ্জের তিরসাকুণ্ড এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় জনজাতি টোলা মধুরায় সরোজিনী নাইডুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার জাতীয় মহিলা দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সরোজিনী নাইডুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুমার রাজীব রঞ্জন এবং সহকারী শিক্ষক রিঙ্কু কুমার পাসোয়ান উপস্থিত পড়ুয়াদের সরোজিনী নাইডুর জীবনী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা জানান। অনুষ্ঠানে বহু মহিলা ও শতাধিক শিশু অংশগ্রহণ করেন।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 09/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for recruitment to 02 (UR-01 & ST-01) posts of Junior Forensic Digital Analyst (Cyber Forensic Division), Group-B (Gazetted), of the State Forensic Science Laboratory under Home Department, Govt. of Tripura.
For further details please visit https://tpsc.tripura.gov.in
The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 25 /EE(AGRI)/S/2024-25.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID TECHNICAL BID
1	17/EE/AGRI/ SOUTH/2024-25	Rs. 11,97,030.00	Rs. 23,941.00	45 Days	Up to 04.00. P.M. on 17/02/2025	At 11.00 AM on 18/02/2025
2	38/EE/AGRI/ SOUTH/2024-25	Rs. 24,48,134.00	Rs. 48,963.00			

ICA/C-3795/25

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare South, Udaipur.

শুক্রবার ঝাড়খণ্ডে স্থগিত ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

রাঁচি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঝাড়খণ্ড একাডেমিক কাউন্সিল (জ্যাক)-এর আয়োজনে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শুক্রবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) স্থগিত থাকবে। সবেবরাত উপলক্ষে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। শুক্রবারের নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির সময়সূচী পরিবর্তন করে পরে নেওয়া হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত সংশোধিত সময়সূচী জ্যাক ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এই বছর ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এবং ৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে। সবেবরাত উপলক্ষে শুক্রবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকারের সমস্ত সরকারি অফিস ও ব্যাঙ্কেও ছুটি থাকবে।

কুল্লুতে ৩৫৬ গ্রাম চরস-সহ গ্রেফতার এক মহিলা

কুল্লু, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার পাটলিকুল থানার অন্তর্গত এলাকায় চরস পাচারের অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাটলিকুল-নগর সড়কের কাছে নাকা চেকিং চলাকালীন পুলিশ সন্দেহভাজন এক মহিলার তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে ওই মহিলার কাছ থেকে ৩৫৬ গ্রাম চরস উদ্ধার করা হয়। পুলিশ উদ্ধার করা চরস বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করেছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্ত মহিলা কুল্লুর বাসিন্দা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফের অগ্নিকাণ্ড কুম্ভমেলায়, পুড়লো কুঁড়েঘর

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের প্রয়াগরাজে অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার আগুন লাগে কুম্ভের সেক্টর ১৮-র হরিশচন্দ্র মার্গের কাছে কুটিরে। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। জানা গেছে, মহাকুম্ভ মেলা চত্ত্বরে সেক্টর ১৮-এর হরিশচন্দ্র মার্গের বেশ ফাঁকা কুটিরে আগুন লেগে যায়। আগুনের খবর ছড়াতেই আতঙ্ক ছড়ায় মানুষের মধ্যে। আগুন লাগার খবর পেতেই দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। দমকল বাহিনীর পাশপাশি পুলিশ কর্মীরাও সেখানে পৌঁছে যান এবং আগুন আয়ত্তে আনার প্রবল চেষ্টা শুরু করেন। দমকল বাহিনীর এক নাগাড়ে প্রচেষ্টার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কেন আগুন ধরে যায়, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

MEMORANDUM

Deadline for online bidding scheduled up to 15.00 hrs. on 21/02/2025 vide.PNIET NO:- 21, PNIET/EE/WRD-IV/BLN/2024-25,Dated, 22/01/2025 circulated vide Meno No.F.8(22)/EE/WRD- IV/BLN/PNIET-21/2063-2112,Dated, Belonia the 22/01/2025 has been extended up to 15.00 hrs. 28/02/2025 due to Administrative reason. Opening of online bid will be at 15.30 hrs. on 28/02/2025.
All other conditions stipulated in the related DNIeT and PNIeT has been rer in un-change i.
For & On Behalf the Governor of ripura,
ICA/C/3800/25

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource
Division No-V
Belonia, South Tripura

NOTICE INVITING TENDER FOR ENGAGEMENT OF DRY-Cum-WET SWEEPING & CLEANING STAFF THROUGH OUTSOURCING BASE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE ADDL. DISTRICT & SESSIONS JUDGE, DHALAI JUDICIAL DISTRICT, KAMALPUR.

In pursuance of Memorandum vide-F.1(1)-Law/Estt/1/2022/11179-181, dt- 29th October, 2024, issued by Law & Parliamentary Affairs Department, Govt. Of Tripura, it is proposed to engage 02 (Two) nos of Dry- cum-Wet sweeping & cleaning staff for the Establishment of the Addl. District & Sessions Judge, Dhalai Judicial District, Kamalpur. Sealed Tenders are invited from licensed/registered Agencies/ Tenderer having experienced in dealing with similar nature of work in Government offices/PSUs/Autonomous & corporate bodies. Tender documents can be obtained from the O/o, Addl. District & Sessions Judge, Dhalai Judicial District, Kamalpur and also can be downloaded from the official website i.e
https://dhalaitrp.dcourts.gov.in/notice-category/tenders/ of District Court Dhalai.
As such, the interested Agencies, Tenderer may submit their tender to the Office of the Undersigned on or before 28/02/2025 till 4.00 pm for acceptance. And the tenders will be opened at 04.00 P.M on 03/03/2025. All are requested to read the tender document carefully and comply with the instructions and statutory requirement.
ICA/C/3780/25

Digitally signed
by SOUMYO BIKASH DAS
Date: 2025.01.31
13:57:30 +05'30'

Notice Inviting e-Tender

Government Degree College Teliamura invites e-tender from bona fide & resourceful manufacturers / authorised dealers / agencies for "Supply, Installation and Commissioning of printers, Android tablets, and online UPS (3 and 6 KVA with separate battery banks) at Government Degree College Teliamura, Khasiamangal, Teliamura, Khowai, Tripura PIN 799 205" through e-Procurement website (https:// tripuratenders.gov.in) of Government of Tripura where bidding details, i.e., items specifications, terms and conditions, etc. will be available. The interested party / parties may digitally submit their bids in the form of two bid system by 22.02.2025 up to 5:00 PM.

SL. No.	Name of the work	Estimated Tender Value (in INR)	Tender Fee (in INR)	EMD value (in INR)
	Supply, Installation and Commissioning at Government Degree College Teliamura, Khasiamangal, Teliamura, Khowai, Tripura. PIN 799 205 of the following items			
1	Printers	₹1,89,000/-	₹500/-	₹46,330/-
2	Android tablets	₹1,07,600/-		
3	Online UPS (3 KVA with separate battery bank)	₹1,50,000/-		
4	Online UPS (6 KVA with separate battery bank)	₹4,80,000/-		

ICA/C/3790/25

Principal
Government Degree College Teliamura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/81/2024-25
dated: 06/02/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/150/2024-25	₹ 91,034.00	₹ 1,821.00	30 (thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 20/02/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 20/02/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3785/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 8837256802

The Chief Executive Officer, Belonia Municipal Council, Belonia, South, Tripura invites e-Tender against Press NIeT No - 08/CEO/BMC/BLN/2024-25, Dated- 30-01-2025

SL No	Name of the Work/DNIeT No	Estimated Cost (in Rs)	Earnest Money (in Rs)	Time for Completion
1	DNIeT No: 10/CEO/BMC/BLN/2024-25 Dated:30/01/2025	Rs. 8,04,755.48	Rs. 16, 095.00	180 (One Eight Zero) days
2	DNIeT No: 11/CEO/BMC/BLN/2024-25 Dated:30/01/2025	Rs. 8,04,755.48	Rs. 16, 095.00	180 (One Eight Zero) days

Last date of Bidding is up to 3.00 PM on 20-02-2025 and Date of Opening of bid on 21-02-2025. The intending bidders and other bidders can access through visit: https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please ceobeloniamunicipalcouncil@gmail.com.
ICA/C/3774/25

Chief Executive Officer
2011-25
Belonia Municipal Council
Belonia, South Tripura

Sir/Madam,

You are cordially invited in the Inaugural Programme (14th February, 2025 at 2.00 pm) of State Level Fish Festival 2025 to be held at Purbasha Complex, Agartala from 14th-15th February, 2025.

Inaugurator & Chief Guest
Shri Sudhangshu Das
Hon'ble Minister of Fisheries, ARD & SCW Dept., Govt. of Tripura

Guest of Honour
Shri Dipak Majumder
Hon'ble Mayor, AMC & Member of the TLA

Special Guests
Smt. Deepa D. Nair, IFS
Secretary, Fisheries, ARD & SCW Dept., Govt. of Tripura
Dr. Neeraj Kumar Chanchal, IFS
Director, Animal Resources Development Dept., Govt. of Tripura

Programme will be presided over by
Shri Biswajit Shil
Hon'ble Sahakari Sabhadhipati, Paschim Tripura Zilla Parishad

Your gracious presence is solicited.

ICA/D-1843/25

Santosh Das, IAS
Director of Fisheries
Tripura

মহাশয়/মহাশয়া,

আগামী ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ ইং তারিখে আগরতলা স্থিত পূর্বাশা কমপ্লেক্স-এ আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক মৎস্য উৎসব-২০২৫ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (১৪ ফেব্রুয়ারী, বিকাল ২ ঘটিকায়) আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি
শ্রী সুধাংশু দাস
মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

সম্মানীয় অতিথি
শ্রী দীপক মজুমদার
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম ও বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা

বিশেষ অতিথিবৃন্দ
শ্রীমতী দীপা ডি. নায়ার, আই.এফ.এস
সচিব, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও তপশীলি জাতি উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
ডঃ নীরজ কুমার চঞ্চল, আই.এফ.এস
অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

সভাপতি
শ্রী বিশ্বজিৎ শীল
মাননীয় সহকারী সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ

আপনার সানুরাগ উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

সন্তোষ দাস, আই.এ.এস
অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর
ত্রিপুরা

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাড়িতেই অল্প উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন মুখরোচক ফ্রায়েড চিকেন

বিকেল হতেই ভাজাভুজি খেতে মন চায়। চায়ের সঙ্গে ''টা'' মানেই তো বাইরের চপ, শিঙাড়া কিংবা কাটলেট। বাড়ির খুদেদের আবার রেস্তরাঁর মতো ফ্রায়েড চিকেনের দিকে ঝোঁক বেশি। তবে রোজ রোজ বাইরে থেকে আনা ফ্রায়েড চিকেন খাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। এ বার দোকানের স্বাদ সহজেই আনুন বাড়ির হেঁশেলে।

খুব সহজ ক'টা ধাপেই তা সম্ভব। দেখে নিন রেসিপি। আর বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন হুবহু রেস্তরাঁর স্বাদের ফ্রায়েড চিকেন।

উপকরণ: ৪টি চিকেন লেগ পিস, ১ টেবিল চামচ রেড চিলি সস, ১ টেবিল চামচ সয়া সস, স্বাদ মতো নুন, ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, ১টি লেবুর রস, ১টি ডিম,১ কাপ ময়দা, ১ টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো,১ চা চামচ আদা-রসুন পাউডার, ১ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো

প্রণালী: চিকেন লেগ পিসগুলি একটি বড় পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে নুন, রেড চিলি সস সয়া সস আদা-রসুন বাটা, লেবুর রস ও ডিম ভাল করে মেখে নিন। মিশ্রণটি ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। এ বার আর একটি পাত্রে ময়দা, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, আদা-রসুন গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার লেগ পিসগুলিতে ময়দার মিশ্রণ মাখিয়ে সেগুলি ঠান্ডা বরফ জলে ডুবিয়ে নিন। তার পর আবার সেগুলি ময়দার মিশ্রণে এ পিঠ-ও পিঠ করে গরম তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন রেস্তরাঁর মতো ফ্রায়েড চিকেন।

আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ নয় তো?

রাস্তার ধুলো-ধোঁয়া, দূষণ তো আছেই, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়মও চুল পড়ার অন্যতম কারণ। তবে কারণ আরও আছে। ভাল করে ভেবে দেখুন তো, আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ হয়ে উঠছে কি না?

জলে যদি আয়রন বেশি থাকে তা হলে চুল পড়তে বাধ্য। বাড়ির কলের জল যদি "হার্ড" বা খনিজ সমৃদ্ধ হয়, তা হলে তো চুল পড়বেই।

কারণ এই জলে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রাও বেশি থাকে যা চুলের গোড়ায় জমে থেকে গোড়া আলগা করে দেয়। এমন জল দিয়ে রোজ মাথা ধুলে বুঝতে পারবেন, চুল রুক্ষ ও নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত দিলেই গোছা গোছা চুল উঠবে। চুলে জটও পড়বে বেশি। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে "ওয়াটার সফনার" লাগানোর ব্যবস্থা করুন। দাম বেশি পড়তে পারে, কিন্তু এই মেশিনে এমন ফিল্টার থাকে যা জলের ময়লা ও খনিজ উপাদানগুলিকে ছেঁকে নিয়ে জল বিশুদ্ধ করতে পারে। কল বা শাওয়ারের মুখে এই ফিল্টার লাগিয়ে নিলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তবে ফিল্টার মাঝেমধ্যেই পরিষ্কার করাতে হবে না হলে আয়রন বা খনিজের স্তর জমা হতে হতে কল বা শাওয়ারের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

জলে অতিরিক্ত ক্লোরিন থাকলেও চুলের বারোটা বেজে যাবে। ক্লোরিন এমনিতে জল পরিশুদ্ধ করে। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লোরিন চুলের ক্ষতি করে। তাই যাঁরা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটেন, তাঁরা সতর্ক থাকতে হবে। শাওয়ার ক্যাপ পরে তবেই সাঁতার কাটা উচিত। তার পর চুল পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে।

চুল পড়ার সমস্যা কমাতে রোজ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াও জরুরি। সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন চুলে যত্ন। যদি আপনার চুল তৈলাক্ত হয়, তা হলে এক দিন অন্তর শ্যাম্পু অবশ্যই করবেন। যদি কোঁকড়া চুল হয়, তা হলে ভাল কন্ডিশনার এবং সিরাম লাগানো প্রয়োজন। সপ্তাহে অন্তত দু'থেকে তিন দিন যদি তেল লাগিয়ে ভাল করে মাসাজ করা যায়, তা হলেও চুলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

তেঁতুল ফেলে না দিয়ে কী ভাবে ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করবেন?

বিভিন্ন প্রকার চাট হোক কিংবা ফুচকা মুখরোচক খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করতে তেঁতুলের কোনও জবাব নেই। তেঁতুল দিয়ে কোনও পদ বানাবেন বলে বাজার থেকে কিনে আনলেন বটে, কিন্তু সবটা ব্যবহার না হলে দীর্ঘ দিন সেটি ফ্রিজেই পড়ে থাকে। কেবল রান্নাতেই নয়, বাড়ির আরও বিভিন্ন কাজে কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন তেঁতুল।

জেনে নিন, বাড়িতে তেঁতুল থাকলে কোন কোন কাজ সহজেই সেরে ফেলতে পারেন।

১) বাসন চকচকে করতে তেঁতুল কিন্তু বেশ কাজের। লেবু ও ভিনিগারের মতো তেঁতুলের অ্যাসিডিক গুণ স্টিল কিংবা পিতলের বাসন পরিষ্কার করতে কাজে আসে। অনেক সময় বাসনের তেল চিটচিটে ভাব কিছুতেই যেতে চায় না, তেঁতুলের সাহায্যে সেই সমস্যারও সমাধান সম্ভব।

২) হেঁশেলে মাছির উপদ্রব বেড়েছে? এক টুকরো তেঁতুলে কিন্তু মুশকিল আসান হতে পারে। তেঁতুলের অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ ও গন্ধ পোকামাকড় তাড়াতে উপকারী। হেঁশেলে কিংবা বাগানে পোকা তাড়াতে তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন।

৩) সাবানের বিকল্প হিসাবেও কিন্তু তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন। ত্বকের জন্য বেশ উপকারী হেঁশেলের এই উপাদান। জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করতে পারে তেঁতুল।

৪) কম খরচে ত্বক উজ্জ্বল করতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তেঁতুল। তেঁতুলে ফসফরাস, অ্যামিনো অ্যাসিড, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি মিনারেল রয়েছে যা ত্বকের জন্য উপকারী।পরিমাণ মতো তেঁতুল গরম জলে কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ক্বাথ বার করে নিন। দু''চামচ তেঁতুলের ক্বাথের সঙ্গে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে ত্বকে লাগিয়ে নিন। মিনিট ১৫ রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫) খুশকির সমস্যা দূর করতেও তেঁতুলের ক্বাথ ব্যবহার করতে পারেন। মাথার ত্বকে সেই ক্বাথ ভাল করে ঘষে নিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। তেঁতুলের গুণেই খুশকির সমস্যা দূর হবে। চুলে আসবে জেল্লা।

ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়

ঘি খেতে ভালবাসেন কিন্তু খেতে পারেন না শুধু ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। রোগা হওয়ার জন্য এর চেয়েও বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কষ্ট করলে তবেই যে কেষ্ট মেলে, তা কে না জানে! তবে ওজন ঝরানোর জন্য ঘি খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়। তার মানে রোজ সেদ্ধ ভাতে ঘি মেখে খেয়েও ছিপছিপে থাকবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়।

তা হলে উপায়? কী ভাবে খেতে পারেন?

টোস্টের সঙ্গে- টোস্টে মাখনের বদলে ঘি মাখিয়ে খেতে পারেন। তবে রোজ নয়। মাঝেমাঝে জলখাবারে ঘি মাখানো টোস্ট থাকতেই পারে। হাত খুলে ঘি না মাখালেই ভাল। সপ্তাহে ১-২ দিন পরিমাণ মতো ঘি খাওয়া যায়।

ঘি ভাত- সরাসরি ভাতে ঘি মেখে না খেয়ে বরং ঘি ভাত বানিয়ে খেতে পারেন। গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম দিয়ে যে ফ্রায়েড রাইস বানালেন তাতে অল্প করে গাওয়া ঘি মিশিয়ে নিন। খেতেও ভাললাগবে, আবার ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

বেকিং- কেক বানানোর জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই, তার আগেই বানাতে পারেন। বেকিং-এর সময় খানিকটা ঘি দিতে পারেন। স্বাদ লেগে থাকবে মুখে। আবার ঘি খাওয়াও হল।

এখন হাঁটুর ব্যথা বয়স দেখে হয় না

ব্যথা-বেদনা এখন আর বয়স মেনে হয় না। বিশেষ করে আর্থাইটিসের মতো সমস্যা যে কোনও বয়সে এসে হানা দিতে পারে। তা ছাড়া রোজের জীবনে যে একটানা অনিয়ম চলে, তার প্রভাব পড়ে জীবনে। দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে থেকে পেশিগুলি শক্ত হয়ে যায়। সেখান থেকেই ব্যথা-বেদনার সূত্রপাত। আর বয়স বাড়লে সেটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। হাঁটুতে ব্যথা হলে অনেক কিছুই খাওয়া বারণ হয়ে যায়। পাঁঠার মাংস, রঙিন পানীয়ের মতো অনেক খাবারই খাওয়া যায় না। হাঁটুতে ব্যথার সমস্যা কমাতে একটি পানীয়ের খোঁজ দিয়েছেন পুষ্টিবিদেরা। খাদ্যতালিকায় এই পানীয় বা স্মুদি রাখলে উপকার পাবেন দ্রুত। ভাবছেন তো কী ভাবে বানাবেন সেই জাদু পানীয়? রইল প্রণালী।

উপকরণ:

পালংশাক এক কাপ, ব্লুবেরি এক কাপ, গ্রিক ইয়োগার্ট আধ কাপ, বরফ এবং ঠান্ডা জল প্রয়োজন মতো।

প্রণালী:

এই উপকরণগুলি একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলেই গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিন। রোজ না হলেও এক দিন অন্তর এটি খেতে পারেন। আর্থাইটিসের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সড়গড় করে তুলুন বাড়ির বয়স্কদের

অনলাইনে কাজকর্ম, ই-ব্যাঙ্কিং ইত্যাদিতে এখনও ভয় পান অনেক বয়স্কেরাই। ব্যাঙ্কের পাসবই আপডেট থেকে শুরু করে, টাকা ট্রান্সফার বা ইলেকট্রিকের বিল জমা দেওয়া... আপনি সব কাজই যথাস্থানে গিয়ে করতে ভালবাসেন। কিন্তু বাদ সাধে তাঁদের শারীরিক অবস্থা। কর্মসূত্রে ছেলেমেয়েরা হয়তো দূরে, বাড়িতে বয়স্ক দম্পতি একাই থাকেন, তখন ডিজিটাল প্রযুক্তির খুঁটিনাটি শিখে রাখলে অনেক সুবিধা হয়।

ছোট্ট স্মার্টফোনের স্ক্রিন ছুঁয়ে বা কম্পিউটারের কি-বোর্ডের বোতাম চেপেই এক নিমেষে সেরে ফেলা যায় হাজারো কাজ। কী ভাবে বাড়ির বয়স্কদের ডিজিটাল প্রযুক্তির পাঠ দেবেন? সাইবার দুনিয়ার কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল, তা-ও শেখাতে হবে ধৈর্য্য ধরেই।

কী কী বোঝাবেন? ১) অনলাইন অ্যাপে কী ভাবে টাকাপয়সার লেনদেন করা যায়, তা শিখিয়ে দিন। বলতে ভুলবেন না, বেশির ভাগ অ্যাপই কিন্তু লেনদেনের সময় কার্ডের খুঁটিনাটি সেভ করে রাখার অপশন দেয়। এটি এড়িয়ে চলাই ভাল। একটু সময় লাগলেও প্রত্যেক বার লেনদেনের সময় নতুন করে কার্ডের বিস্তারিত দিয়ে লেনদেন করতে শেখান। ২) কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাস সফঅয়্যার ইনস্টল করে দিন। মোবাইলেই হোক কিংবা কম্পিউটার বা ল্যাপটপে, লেনদেনের অ্যাপ যেন সুরক্ষিত থাকে তা শিখিয়ে দিন। কোনও অচেনা অ্যাপ ব্যবহার না করাই ভাল। ৩) নিজের এটিএম পিন, ব্যাঙ্কের এমপিন কাউকেই জানাবেন না। ব্যাঙ্ক অ্যাপের পাসওয়ার্ড কয়েক দিন ছাড়া-ছাড়া বদলে দিন। লেনদেনের সময় সবসময়ে ওটিপি বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড চাইছে কি না, দেখে নিন। ৪) অজানা নম্বর থেকে কোনও লিঙ্ক এলে বা ইমেল করা হলে তা একেবারেই খুলে দেখবেন না। জানবেন এগুলি সবই নিয়ন্ত্রণ করছে হ্যাকারেরা। যে মুহূর্তে আপনি লিঙ্ক খুলবেন বা প্রতারকদের পাঠানো কোনও ফর্ম ভরে টাকা দিতে যাবেন, সেই মুহূর্তে আপনার নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্কের বিস্তারিত বিবরণী হ্যাকারদের কাছে পৌঁছে যাবে।

কফি দিয়ে রকমারি পদে স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করা যায়

শীতের দিনে এক কাপ ধূমায়িত কফি কিংবা গরমে বরফ মেশানো ঠান্ডা কফি, এক চুমুকেই শরীর ও মন জুড়িয়ে যায়। স্নায়ুকে চাঙ্গা করতে, মেদ ঝরাতে, মানসিক ক্লান্তি দূর করতে কফির জুড়ি মেলা ভার। তবে কফি বলতে আমরা বুঝি পানীয়, যা ঠান্ডা বা গরম দু''ভাবেই খাওয়া যায়। কিন্তু রকমারি পদও কফির গুণে সুস্বাদু হয়ে উঠতে পারে। কী ভাবে কোন খাবারে মেশাবেন কফি?

স্মুদি- ওট দিয়ে তৈরি স্মুদি যদি একঘেয়ে লাগে, তা হলে স্বাদ বদলে ব্যবহার করতে পারেন কফি। ওটের সঙ্গে দুধ, রকমারি ফল ও বাদাম মিশিয়ে স্মুদি তৈরির সময় মিশিয়ে দিন এক চামচ কফি। তা হলেই স্মুদিতে মিশবে কফির স্বাদ, জুড়বে পুষ্টিগুণও।

প্যানকেক- ময়দা, দুধ ও ডিমের মিশ্রণ দিয়ে প্যানকেক তৈরি হয়। এই মিশ্রণে কিছুটা কালো কফি ও কিছুটা কফির গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে পারেন। সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে প্যানকেক তৈরি করে নিলেই তাতে বেশ কফির গন্ধ পাওয়া যাবে। অনেকের ডিমের গন্ধ লাগে, কফি মেশালে সেই গন্ধও ঢাকা পড়ে যাবে।

ফ্রেঞ্চ টোস্ট- দুধ, ডিমের মিশ্রণে পাঁউরুটি ডুবিয়ে ফ্রেঞ্চ টোস্ট করা হয়। ওই মিশ্রণে যদি কিছুটা কালো কফি বানিয়ে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে পাউরুটির মধ্যে কফির গন্ধ ও স্বাদ মিশবে। বেশ অন্য রকম স্বাদ পাওয়া যাবে। কফি-প্রেমী হলে মন্দ লাগবে না।

কাপ কেক- বাড়িতে কাপ কেক বানানোর সময় মিশ্রণে যদি কফির বেশ কিছুটা গুঁড়ো মিশিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে কেকের গন্ধই বদলে যায়। হাতের কাছে যদি ভ্যানিলা এসেন্স বা কোকো পাউডার না থাকে, তা হলে বেশ কিছুটা কফি মিশিয়ে নিলে ডিমের আঁশটে গন্ধ চলে যায়, আবার অন্য রকম স্বাদও হয়।

ইয়োগার্ট-ইয়োগার্টেও এক চামচ কফি মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে বিশেষ কোনও স্বাদ-গন্ধের ইয়োগার্টে নয়, তা হলে একটার সঙ্গে অন্য স্বাদ তালগোল পাকিয়ে যাবে।

পোষ্যর কোথায় সমস্যা হচ্ছে কী ভাবে বুঝবেন

দিনভর কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আদরের পোষা কুকুর বা বিড়ালকে কাছে ডেকেও দেখলেন সে আসছে না। এক কোণায় চুপটি করে বসে আছে অথবা ঝিমোচ্ছে। পোষ্যের পছন্দের খাবার দিয়েও দেখলেন খেতে চাইছে না। সেই ছটফটে ভাবটা যেন উধাও হয়েছে। বাড়ির বাইরেও বেরোতে চাইছে না। এইসব লক্ষণ দেখলে বুঝতে হবে আপনার পোষ্য অসুস্থ।

ভিতরে ভিতরে এমন কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে যা শারীরিক ভাবে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিয়েছে। পোষ্যের কোন লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন? সারমেয়র আচরণে কোনও বদল হচ্ছে কি না সেটা অবশ্যই লক্ষ করা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় পোষ্য চিৎকার করেই চলেছে। আপনি ধরতে গেলেও রেগে যাচ্ছে। বাইরের কাউকে দেখলেও তেড়ে যাচ্ছে। এমন যদি বার বার করতে থাকে, তা হলে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। পোষ্যের মলমূত্রে যদি রক্ত দেখেন, তা হলে সতর্ক হতে হবে। যদিও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত দেখা দেওয়া শুধুমাত্র মূত্রনালির সংক্রমণের কারণে হয় না। তা অন্য আরও অনেক রোগের উপসর্গ হতে পারে। যদি দেখেন, ওর চনমনে ভাবটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, আপনাকে দেখেও মাথা নীচু করে শুয়ে আছে, কাছে ঘেঁষছে না তেমনভাবে, তাহলে বুঝবেন ওর শরীর ভাল নেই। পশু চিকিৎসকেরা বলছেন, পোষা কুকুরের অল্পেই ক্লান্তি, সব সময় ঝিমুনি, দুর্বলতা, খেলতে না চাওয়া, আচরণে বদল শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ।

পোষা কুকুর বা বিড়ালের মূত্রনালির সংক্রমণ হতে পারে। তখন তাদের খিদে কমে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি দেখেন বার বার প্রস্রাব করতে যাচ্ছে, জল চাইছে তখন দেরি না করে পশু চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। সংক্রমণ হলে প্রস্রাবে দুর্গন্ধ আরও বেড়ে যাবে। আগে হয়তো দেখতেন আপনি খাবার নিয়ে বসলেই আপনার পোষ্য ছুটে চলে আসত। নিজের পছন্দের খাবার দেখলেও লেজ নেড়ে চেখে দেখতে চাইত। কিন্তু ইদানীং হয়তো দেখছেন সে খেতে চাইছে না। পছন্দের খাবার দিলেও ফেলে দিচ্ছে। অথবা খাওয়ার পরেই বমি করে ফেলছে। এমন লক্ষণ দেখলে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

ভাঙা কফি কাপ ফেলে না দিয়ে সাজিয়ে তুলুন বাড়ি

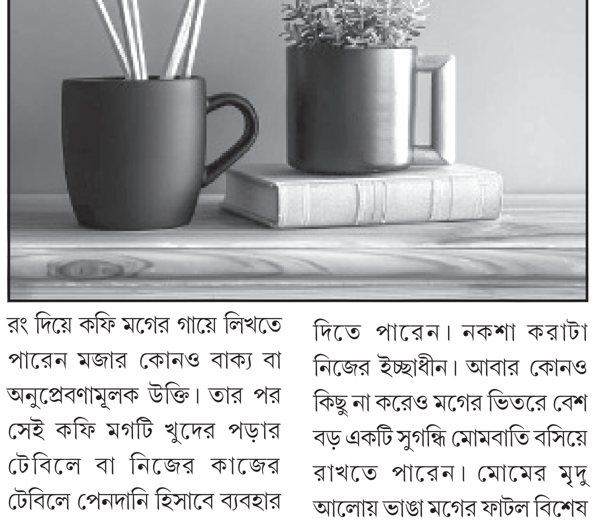

শখের কফি মগ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে চৌচির। পছন্দের জিনিস ভেঙে গেলে কার না মনখারাপ হয়! আঠা দিয়ে সেই কাপ যদি জোড়াও যায়, তাতে আর কফি নিয়ে চুমুক দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ফাটা কাপে খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। খুব সামান্য চিড় ধরলেও, তাতে বাসা বাঁধতে পারে জীবাণু। তবে শখের জিনিসটি ফেলে না দিয়ে, নানা ভাবে তা দিয়ে ঘর সাজিয়ে নিতে পারেন।

টব- ঘরে সবুজের ছোঁয়া বেশ লাগে। মানি প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্ট-সহ যে গাছগুলি অল্প পরিচর্চাতেই বেড়ে উঠতে পারে, তেমন কোনও গাছ ওই ভাঙা কফি কাপ জুড়ে নিয়ে টব বানিয়ে বসিয়ে ফেলুন। তার পর কাজ করার টেবিলে বা বারান্দার একফালি বাগানে মগ সমেত গাছটি সাজিয়ে রাখতে পারেন।

মগে আঁকিবুকি- আঁকার শখ থাকলে একরঙা কফি মগেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন মনের মতো কোনও নকশা। যদি আঁকাতে পটু না হন, তা হলে রং দিয়ে কফি মগের গায়ে লিখতে পারেন মজার কোনও বাক্য বা অনুপ্রেরণামূলক উক্তি। তার পর সেই কফি মগটি খুদের পড়ার টেবিলে বা নিজের কাজের টেবিলে পেনদানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

মোমদানি- ভাঙা মগ দিয়েও হতে পারে মোমদানি। চাইলে অবশ্য কাপের গায়ে রং করে নিতে পারেন। পাটের সরু সুতো আঠা দিয়ে মগের গায়ে পেঁচিয়ে তার উপর কোনও কৃত্রিম ফুল লাগিয়ে দিতে পারেন। নকশা করাটা নিজের ইচ্ছাধীন। আবার কোনও কিছু না করেও মগের ভিতরে বেশ বড় একটি সুগন্ধি মোমবাতি বসিয়ে রাখতে পারেন। মোমের মৃদু আলোয় ভাঙা মগের ফাটল বিশেষ চোখে পড়বে না। যদি মগের একাংশ ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে সেটিকে না জুড়েই মোমদানি করে ফেলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মোমবাতির দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিলেই হবে। ফাটা অংশ দিয়ে আলো দেখতে অন্য রকম লাগবে।

সারমেয়দের রেবিজ নিয়ে একদিবসীয় কর্মশালায় আয়োজন করা হয় এআরডিডি'র উদ্যোগে।

চিরাচরিত ওষুধের গুণমানের নিশ্চয়তার জন্য ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার অংশীদারিত্ব মাইলফলক

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : নতুন দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ —এ ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সমঝোতা পত্রের হস্তান্তরের সাক্ষী থাকলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট পাবও সুবিয়ান্তো। সমঝোতা পত্রগুলির একটি হল চিরাচরিত ওষুধের গুণমানের নিশ্চয়তা বিষয়ক।

এটি স্বাক্ষরিত হয়েছে আয়ুষ মন্ত্রকের ফার্মাকোপিয়া কমিশন ফর ইন্ডিয়ান মেডিসিন অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি এবং ইন্দোনেশিয়ান ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অথরিটির মধ্যে। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও যাদব বলেছেন, এই সমঝোতা আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি করবে। চিরাচরিত ওষুধের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং গুণমান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই মূল্যবান স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত এবং বিজ্ঞানসম্মত করবে।

এই সমঝোতা অনুসারে চিরাচরিত ওষুধের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থান সংক্রান্ত তথ্য এবং দক্ষতা বিনিময় করা হবে। পেশাদারী জ্ঞান এবং দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আলোচনা চক্র, কর্ম শিবির এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মতো ক্ষমতাবর্ধক উদ্যোগ নেওয়া হবে। দু-দেশের নিয়ামক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে পারস্পরিক সফর হবে। চিরাচরিত ওষুধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে দুই দেশ একসঙ্গে যোগ দেবে।

চিরাচরিত ওষুধ নির্মাতা শিল্প এবং সংস্থাগুলির জন্য যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া হবে। এছাড়াও আলোচনা সাপেক্ষে সহযোগিতার পরিসর বৃদ্ধি করা হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে এই সমঝোতা পত্র বিনিময় করেন দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রী।

এতে দু-দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে মাইলফলকের সৃষ্টি হল।

আন্তর্জাতিক স্তরে চিরাচরিত ওষুধের স্বীকৃতি, প্রাপ্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে দুই দেশই তাদের সমৃদ্ধ চিরাচরিত ওষুধ এবং চিকিৎসা প্রণালীর সংরক্ষণ এবং উদ্ভাবনে একসঙ্গে কাজ করবে। তারই সূচনা হল দুই দেশের এই অংশীদারিত্বে।

মহাকুম্ভ শেষ হওয়ার ১২ দিন আগেই প্রয়াগে মেলা ভাঙার খেলা

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাকুম্ভ শেষ হতে সরকারিভাবে আরও অন্তত ১২ দিন বাকি। কিন্তু বৃহস্পতিবার, এই মেলা শুরুর প্রায় এক মাস বাদে যেন শুরু হয়ে গিয়েছে মেলা ভাঙার খেলা।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর একাদশীর দিন যেমন একটা বিসর্জনের সুর বাজতে থাকে, অনেকটা তেমনই মহাকুম্ভে মাঘীপূর্ণিমার পরদিনের আবহ। একমাস ধরে অগণিত পুণ্যার্থীর চাপ সামলে অনেকটাই যেন বিধ্বস্ত বিভিন্ন আশ্রমের পরিচালকরা। রাতে ঠান্ডা, দিনে রোদের তেজ বা গরম। সেই সঙ্গে খরচের ধাক্কা।

এদিন সকালে মেলাপ্রাঙ্গণের বিভিন্ন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক সংগঠনের শিবিরে গিয়ে দেখা গেল মন্ডপের কিছু অংশ খোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বুধবারই শিবিরগুলো থেকে

মাঘী পূর্ণিমায় স্নান করতে আসা পুণ্যার্থীরা চলে যেতে শুরু করেছেন। কিছু সংগঠনের কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে জানালেন, শিবরাত্রির স্নানের পুণ্যদিন পর্যন্ত তাঁরা আর শিবির চালাতে পারছেন না।

বুধবারের মত ভিড় নেই সঙ্গমঘাট বা আশপাশে। তবে, বৃহস্পতিবার কেউ ওই ঘাটে প্রথমবার গেলে তাঁর কাছে মনে হবে লোকে লোকারণ্য। ভিক্ষাজীবী হরেক রকম। নানা ধরণের পসরা নিয়ে বসা অগুণতি বিক্রেতা, উটের পিঠে চড়ানোর লোক, সাহায্যের প্রত্যাশী সাধু রীতিমত গমগম করছে ঘাটগুলো।

সঙ্গমঘাটে স্নান করতে আসা প্রায় প্রত্যেকেরই লক্ষ্য তীরে দাঁড়ানো ঘনিষ্ঠকে দিয়ে জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তকে মুঠোফোনে ধরে রাখা। মুঠোফোন নিয়ে কেউ কেউ জলে নেমে যাচ্ছেন নিজস্বী তুলতে। দ্রৌপদী মুর্মু, নরেন্দ্র মোদী, দিলীপ ঘোষ, অনিল অম্বানী, হেমা মালিনী, অনুপম খের, নীনা গুপ্ত, ভাগ্যশ্রী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম অজস্র বিখ্যাত বা প্রভাবশালীর পুণ্যস্নানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে দেখে আমজনতার মনেও সেভাবে বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছে জাগবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

অব্যবস্থা ? কী বলছেন মহাকুম্ভে আসা পুণ্যার্থীরা

অশোক সেনগুপ্ত (প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ থেকে)

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তিনবার আগুন ধরেছে। পদপিষ্ট হয়ে হতাহত হয়েছে অনকে। এসব নিয়ে খবর হয়েছে দেশের সর্বত্র। বিভিন্ন ট্রেন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে। ট্রেনের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরাও যেন লোকাল ট্রেন। ভিতরে যাতায়তের পথ রুদ্ধ। ফলে যাত্রীদের বাথরুমে যাওয়া দায়। তবু সরকারের তরফে, রেলের তরফে ক্রমাগত বিভিন্ন পরিষেবার প্রশংসা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে সাফল্যের বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের সেই সব দাবি কতটা সত্যি ?

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে প্রয়াগরাজ রামবাগগামী ১২৩৩৩ বিভূতি এক্সপ্রেসের এসি বি১ কামরায় চা ওয়ালা, জল-বিক্রেতার দেখা মেলেনি। হয়তো ভিতরে ভিড়ের জন্য ঢুকতে পারছে না। উপচে পড়া ভিড়ে ব্যাগে রাখা খাবার বার করাও শক্ত। ট্রেনের অধিকাংশ কামরার ছবিটা এরকমই। মহাকুম্ভের ট্রেনযাত্রীদের এরকম পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে। একই ছবি বৃহস্পতিবারের হাওড়ামুখী ফিরতি ট্রেনের।

এই বিভূতি এক্সপ্রেসেই প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে এসেছেন জয়দীপ রায়। তিনি অবশ্য এসব সমস্যাকে অব্যবস্থা বলে মানতে রাজি নন। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, “১৪৪ বছর অন্তর মহাকুম্ভ হয়। তাতে আসতে পেরে গর্ববোধ করছি। এই ট্রেনে যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি, সব ট্রেনেই যে এরকম হয়, তা তো নয়! এরকম একটা বড় সমাবেশে এরকম কিছু অসুবিধে হতেই পারে। সেটাকে ইস্যু করলে চলে না!”

বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠের গৃহস্থ প্রভু রঞ্জন কুমার দাসের দীক্ষার ২৫ বছর হল ২০২৫-এ। স্ত্রী সুপর্ণা দীক্ষিতা ৯ বছর ধরে। স্বামী এবং মা-বাবার সঙ্গে এই ট্রেনেই এসেছেন মহাকুম্ভে। রঞ্জনের মন্তব্য, “আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আছেন এস ফাইভ কামরায়। সেটির অবস্থা এতটা শোচনীয় নয়। আর মহাকুম্ভ মূলত সাধুদের জন্য। আমজনতা সবার জন্য নয়। মূলত সামাজিক মাধ্যমে মহাকুম্ভ নিয়ে ক্রমাগত পোস্ট হচ্ছে। সেটা দেখে দলে দলে লোক প্রয়াগমুখী হয়েছে। সরকার এই বিপুল পুণ্যার্থীদের সুব্যবস্থা করবে কীভাবে?

পশ্চিম মেদিনীপুরের ময়নার যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয় রঞ্জনের। তিনি এইপ্রতিবেদককে বলেন, “মোট ৪২ দিন ধরে এই মহাকুম্ভ চলবে। এইরকম ভিড় হচ্ছে নির্দিষ্ট কটা পুণ্যদিনের আগে পরে। আপনি এই দিনগুলো ছেড়ে অন্য দিন আসুন! মোটেই এত অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমাদের যেন এই পুণ্যদিনে স্নান করতে হবে! পাপ কি গায়ের ময়লা যে পুণ্যদিনে সঙ্গমের জলে স্নান করলাম আর সব পাপ দূর হয়ে গেল? আমরা নিজেরাই কি এই তথাকথিত অব্যবস্থার জন্য দায়ী নই?”

গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থলের কাছে যে বিস্তীর্ণ জায়গায় তৈরি হয়েছে মহাকুম্ভের নগরী, তার ব্যাপকতা আর পরিকল্পনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমজনতা হিসাবে মহাকুম্ভে আসতে গেলে প্রথম দরকার অসম্ভব মনের জোর। হাঁটার শক্তি। ভাল হোটেল বা দামি আশ্রয়শিবিরে না থাকলে বাথরুম-বিষয়ক অব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে।

ব্যবসায়ী মিতালি সাহা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেন, ”দুরকম ভাবে ভাবা যায়। যুক্তিবাদী মন যাঁদের, তাঁরা ভাববেন একরকম। ছ’জন থাকার উপযোগী বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে বাড়তি সমাগমের কথা মাথায় রেখে অনুষ্ঠানবাড়ি ভাড়া করি। সেটা সম্ভব। কিন্তু মহাকুম্ভের সঙ্গমস্থলকে স্থানান্তরিত করতে পারি না। বহু কোটি মানুষের মিলনকেন্দ্র যত বড় করা প্রয়োজন, মহাকুম্ভের তত বড় অস্থায়ী নগরী করা সম্ভব নয়।

মিতালির মতে, মহাকুম্ভে যাঁরা আসবেন, সেই মানসিকতা নিয়ে আসতে হবে। আর পুণ্যার্থীদেরও নিজেদের দায়িত্ব আছে। পরিচ্ছন্নতাবোধ ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন না হলে প্রশাসন অগুনতি শিবিরের বাথরুম এবং অন্যান্য পরিষেবা দেবে কী করে?

নির্বিঘ্নে যাত্রীদের পৌছে দেওয়ার জন্য মহাকুম্ভে ই-রিকশা ও অটোরিকশা

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ভক্তদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য, এবার থেকে শাটল বাসের পাশাপাশি ই-রিকশা এবং অটোরিকশাও সঙ্গমে নির্বিঘ্নে যাত্রীদের পৌছে দেওয়ার সুযোগ পাবে। জানা গেছে, প্রয়াগরাজের পুলিশ কমিশনার এবং অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, যানজট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহান্তে বিপুল ভক্ত সমাগমের কথা বিবেচনা করে প্রশাসন বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

গোবর্ধন পীঠের শঙ্করাচার্য্যের আশীর্বাদ গ্রহণ অসমের বিধায়ক বিজয় মালাকারের

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হন অসমের বিধায়ক বিজয় মালাকার। তিনি সেক্টর ১৮-র হর্ষবর্ধন মার্গে অবস্থিত গোবর্ধন পীঠের শঙ্করাচার্য্যের শিবিরে গিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

শিবিরে পৌঁছে তিনি পূজা-অর্চনা করেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা করার পাশাপাশি আশীর্বাদ গ্রহণ করেন তিনি।

নির্বিঘ্নে যাত্রীদের পৌছে দেওয়ার জন্য মহাকুম্ভে ই-রিকশা ও অটোরিকশা

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ভক্তদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য, এবার থেকে শাটল বাসের পাশাপাশি ই-রিকশা এবং অটোরিকশাও সঙ্গমে নির্বিঘ্নে যাত্রীদের পৌছে দেওয়ার সুযোগ পাবে। জানা গেছে, প্রয়াগরাজের পুলিশ কমিশনার এবং অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, যানজট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহান্তে বিপুল ভক্ত সমাগমের কথা বিবেচনা করে প্রশাসন বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: শেষ মুহূর্তের গোলে অমীমাংসিত গুডিসন পার্কের শেষ ডার্বি

লিভারপুল,১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ম্যাচের কয়েক সেকেন্ড বাকি। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পর জয়ের দ্বারপ্রান্তে লিভারপুল। এখানেই পাল্টে গেল ম্যাচের চিত্র। জেমস তার্কোভস্কি দারুণ এক গোল করে ফেভারিট লিভারপুলকে রুখে দিয়ে এভারটন গুডিসন পার্কের শেষ ডার্বিকে স্মরণীয় করে রাখল। ইংলিশ ফুটবলের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী গুডিসন পার্কের মরসুমের সবশেষ মার্সিসাইড ডার্বিটি বুধবার রাতে ২-২ গোলে ড্র হয়েছে।

১১ মিনিটে বেতোর গোলে এভারটন এগিয়ে যায়। ডি-বক্স থেকে কোনাকুনি শটে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন গিনি-বিসাউয়ের এই ফরোয়ার্ড।৫ মিনিট পরই সালাহর বক্সের থেকে বাড়ানো ক্রসে লাফিয়ে হেডে সমতা টানেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার মাক আলিস্তের। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৩ মিনিটে কার্টিস জোন্সের শট রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর সেই বল পেয়ে জোরালো শটে বল জালে পাঠান সালাহ। মার্সিসাইড ডার্বিতে এই নিয়ে অষ্টম গোল হয়ে গেল মিশরের এই ফরওয়ার্ডের, আর এর ৪ টি গোল তিনি করলেন গুডিসন পার্কে। এরপর ৫ মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মুহূর্তে আক্রমণে ওঠে আসে এভারটন। সেই আক্রমণে সতীর্থের থেকে বল পেয়ে তার্কোভস্কির ডান পায়ের জোরাল শটে গোল করে ২-২ করেন। উত্তেজনায় ঠাসা গুডিসন পার্কের শেষ ডার্বিটা এমন নাটকীয়ভাবেই শেষ হয়।খেলা অমীমাংসিত থাকলেও এক পয়েন্ট নিয়েও লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে গেল লিভারপুল।

বিশ্ব বেতার দিবসে শুভেচ্ছা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশ্ব বেতার দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব। প্রতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় এই দিনটি।

বিশ্ব বেতার দিবসের বিশেষ দিনে তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেন, বিশ্ব বেতার দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সংবাদ পরিবেশন, চলচ্চিত্রের গান, বিনোদনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রচারে রেডিওর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রেডিওর সঙ্গে আমাদের সবার অমূল্য স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক যোগাযোগের যুগেও রেডিও আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ।

মেটাকে আইনি নোটিশ অভিষেকের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মেটাকে আইনি নোটিশ পাঠালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আইনজীবী। জানা গেছে, বিগত দুদিন ধরে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ-এর ‘বায়ো’তে দলের নাম উধাও হয়ে গিয়েছে। শুধু লেখা রয়েছে সাংসদ এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পরিচয়। ওই ঘটনার জন্য মেটা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

সম্প্রতি অভিষেকের অনুরাগীরা দেখেছেন তৃণমূল সাংসদের নামের পাশ থেকে তাঁর দলের নাম অর্থাৎ তৃণমূল উধাও হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই অভিষেককে খবর দেন তাঁরা। এরপরই পদক্ষেপ করেন অভিষেক।

কসমেটিক্সের দোকানে চুরি ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রামে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। জানা গেছে, খদ্দির মাঠ এলাকায় একটি কসমেটিক্সের দোকানে চুরি হয়। এই ঘটনায় এলাকাবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। যাঁর দোকানে চুরি হয়েছে, মাথায় হাত পড়েছে ওই ব্যবসায়ীর। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় নিহত এক, আহত একাধিক

রাজগড়, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের তলেন থানার অন্তর্গত টিকারিয়া জোড় গ্রামের কাছে বৃহস্পতিবার সকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে , একটি বাস এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে হয়। ঘটনাস্থলেই গাড়িচালকের মৃত্যু হয়। গাড়িতে থাকা চালকের বোন গুরুতর আহত হন। এছাড়াও বাসে থাকা ৬ থেকে ৭ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

ঝাড়খণ্ডে নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাঁচি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাঁচির লাজপত নগর রোডে বৃহস্পতিবার একটি নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, ওই শ্রমিক বহুতলের উপরের অংশে কাজ করার সময় হঠাৎই ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুক্রবার ঝাড়খণ্ডে সবেবরাতের ছুটির ঘোষণা

রাঁচি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার সবেবরাত উপলক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আগে বিজ্ঞপ্তিতে যে ছুটির ঘোষণা করা হয়েছিল ওই বিজ্ঞপ্তিতে আংশিক সংশোধন করে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (শুক্রবার) সবেবরাত উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

মহাকুম্ভে গোবর্ধনপীঠের আদি শংকরাচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ অসমের বিধায়ক বিজয় মালাকারের

মহাকুম্ভ নগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মহাকুম্ভে গোবর্ধনপীঠের আদি শংকরাচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন অসম বিধানসভার তফশিলি জাতি সদস্য রাতাবাড়ি (অধুনা রামকৃষ্ণনগর)-র বিধায়ক বিজয় মালাকার।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের ১৮ নম্বর সেক্টরে হর্ষবর্ধন মার্গে আসেন অসমের বিধায়ক বিজয় মালাকার। এখানে এসে তিনি যান গোবর্ধন পুরী পীঠের শংকরচার্য স্বামী অধোক্ষজানন্দ দেবতীর্থের শিবিরে। শিবিরে গিয়ে বিধি অনুযায়ী পূজার্চনা করে আদি শংকরাচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন। পূজার্চনা শেষে শংকরাচার্যের মুখনিসৃত ধর্মীয় প্রবচন শ্রবণ করেন বিধায়ক বিজয় মালাকার

রাজ্যসভায় জেপিসি-র রিপোর্ট-সহ ওয়াকফ বিলের সংশোধিত খসড়া পেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও, যৌথ কমিটির রিপোর্ট রাজ্যসভাতেও পেশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপি সাংসদ মেধা বিশ্রাম কুলকার্নি সংসদের উচ্চকক্ষে এই রিপোর্ট পেশ করলে বিরোধীরা হইহট্টগোল শুরু করে দেন। চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

উল্লেখ্য, ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত জেপিসির সদস্য তথা বিজেপি সাংসদ মেধা বিশ্রাম কুলকার্নি বৃহস্পতিবার রিপোর্টটি পেশ করেন। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়্গে অভিযোগ করেন, জেপিসির বিরোধী সদস্যরা ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে ‘নোট অফ ডিসেন্ট’ জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু রিপোর্ট থেকে সেগুলি মুছে ফেলা হয়েছে। যদিও সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সেই অভিযোগ উড়িয়ে বলেন, “এমন কিছুই হয়নি।”

জম্মুতে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠক উপরাজ্যপালের

জম্মু, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার জম্মুর নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন স্বয়ং উপরাজ্যপাল। জানা গেছে, এই বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক, সেনা, সিআরপিএফ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকের মূল লক্ষ্য আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সীমারেখায় অনুপ্রবেশসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করা। উল্লেখ্য, বুধবার শ্রীনগরে পুলিশ কন্টোল রুমে উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে একটি অনুরূপ বৈঠক করেছিলেন।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সাংসদ রাজীব ভরদ্বাজের

ধর্মশালা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের কাংড়ার লোকসভা সাংসদ রাজীব ভরদ্বাজ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হিমাচল প্রদেশের রেল প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকালে সাংসদ রাজীব ভরদ্বাজ কাংড়া ও চম্বা জেলায় রেল সম্প্রসারণের অনুরোধ জানান। তিনি পাঠানকোট-জোগিন্দরনগর রেললাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর এবং সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে যারা এখনো সম্পত্তিকর (জলকর বাদে) জমা দেন নাই তারা আগামী ৩১/০৩/২০২৫ এর মধ্যে পুর নিগমের জোন্যাল অফিসসহ নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ড অফিসের (যেমন ওয়ার্ড নং ০৫, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৯ ও ৪৩) ট্যাক্স কাউন্টারে উক্ত সম্পত্তি কর জমা দেওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে। পুর কর জমা দেওয়ার সময় সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত। এই বিষয়ে পুর বাসীদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল নাগরিকগণ সম্পত্তিকর প্রদান করবেন না তাদের বিরুদ্ধে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ, নিগমের নিয়ম অনুযায়ী জরিমানাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

স্বাক্ষর
মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMMC invites online Item rate e-tender in Two bid system from the authorised Distributor/Dealer in Tripura, eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible bidders/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class Electrical enlistment registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura and also duly authorised by the manufacturer for the following work

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/59/2024-25	78,0000.00	1,56,000.00	45(Forty five) Days	Date : 03/03/2025 Time : 15.00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

নজরুল উৎসব

● আটের পাতার পর

শ্রীমতী মণিকা দাস নজরুলের জীবন দর্শন ও প্রমিত সুরের কথা সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন। সভাপতি শ্রীঅভিজিৎ কর সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর পর প্রথম পর্ব শেষ হয়।

সৃজন সাংস্কৃতিক সংস্থার সমবেত কীবোর্ডের মাধ্যমে 'গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা' গানটির সুরে সুরে সূচনা হয় দ্বিতীয় পর্বের।এরপর সুর -অঞ্জলি"র নিবেদনে ছিল বিভিন্ন আঙ্গিকের চারখানা গানের মধ্যে ধ্রুপদ, গজল, বসন্ত ও ঝড়ের গান।পরিচালনা সংগীতগুরু শ্রীমতি মায়া রায়।নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পী মধুরিমা ধরচৌধুরী।

চমৎকার একক নজরুল সংগীত উপস্থাপনায় অংশ নেন অনিন্দ্য কাঞ্চন দত্ত রায়,জয়া দাস, দেবব্রত চ্যাটার্জি,নন্দিতা সাহা, শুভ্রা চক্রবর্তী, পদ্মমৌলিশ্বর আদিত্য, অনুপমা দে দাস। প্রত্যেকের গায়কী পরিবেশনা ছিলঅনবদ্য।নজ্রুলের দুটো সংগীতের সুরে অসাধারণ বাজিয়েছেন বিশিষ্ট গীটার শিল্পী অমর নাথ বণিক।এরপর অনবদ্য নৃত্য পরিবেশনা করেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মানসী ঘোষ

এবং নৃত্যগুরু চিন্ময় দাসের পরিচালনায় মঞ্জীর।সর্বশেষ আকর্ষণ কোলকাতার বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী তানিয়া পালের ন্ট্রে প্রথমে নজরুলের আধুনিক প্রকৃতি পর্যায়ের গান 'মেঘলামতীর ধারা জলে স্নান করো হে ধরণী' দিয়ে শুরু করে গজল- কীর্তনাঙ্গের নজরুলগীতিও ছিল। শেষ করেছেন 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' - গানের এক অপূর্ব মনকাড়া সংগীতের রেশ ছড়িয়ে। সমস্ত অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সুদক্ষ সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শ্রী উদয়শংকর ভট্টাচার্য্য। নজরুল সংগীতের মাধুর্‍্যময় সুর ঝংকারের এক চমৎকার অনুরণন সেদিন সংগীত প্রিয় দর্শক অনুভব করেন।

২০ বছরের কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

বিলোনিয়া জেলা দায়রা আদালত। ১৮ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহনের পর দোষী সাব্যস্ত করে পস্কো ধারায় বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি গোবিন্দ দাস বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজু দাসের ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে দুই বছরের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, গত ২০২১ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ কান্ডের ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছিল।রাজু দাসের বাড়ি বিলোনিয়া থানাধীন ঈশ্বানচন্দ্রনগর এলাকায়। ঘরে বিবাহিত স্ত্রী সহ একটি কন্যা সন্তান রয়েছে তার। ১৫ বছরের নাবালিকার সাথে পরিচয় হয় মামার বাড়িতে। পরবর্তী সময়ে নাবালিকাটি চোত্তাখোলা বাজারে উৎসবে আসার পর পরিবারের অলক্ষ্যে নাবালিকাকে অপহরন করে নিয়ে যায়।

নাবালিকার পরিবার অনেক খোঁজাখুঁজির পর নাবালিকাকে না পেয়ে রাজনগর পিআর বাড়ি থানায় মামলা দায়ের করে। এরপর বিলোনিয়া থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে রাজু দাস সহ নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে থানায়। পুলিশ নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার পর রাজু দাসের বিরুদ্ধে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত করে বিলোনিয়া আদলতে সোপর্দ করে। দীর্ঘ চার বছর পর নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ কান্ডের ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত রাজু দাসের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করে বিলোনিয়া আদালতের বিচারক। সরকারি পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি প্রভাত চন্দ্র দত্ত।

রাবার বাগান

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীরা আগুন আয়ত্তে আনে। তবে ততক্ষণে অজিত লাল বিশ্বাসের ১০ কানি রাবার বাগান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষী জানিয়েছেন এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

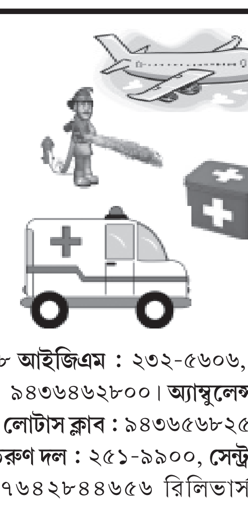

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বলাই গোস্বামী প্রয়াত, শোক

● প্রথম পাতার পর

তিনি যেন তাদের সহায় হোন।

এদিকে, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি এবং দলীয় সহকর্মী বলাই গোস্বামী (বলাই দা) মহোদয়ের অকাল প্রয়াণে আমি শোকাহত ও মর্মাহত।

আজ ভোর ২.২১ মিনিট নাগাদ বহিঃরাজ্যে একটি হাসপাতালে তিনি মায়া মমতা ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারের এক অপূরনীয় ক্ষতি। ভারতীয় জনতা পার্টি (ত্রিপুরা প্রদেশ) আজ এক দক্ষ সংগঠক এবং রাজ্য এক দক্ষ প্রশাসককে হারালো। আমি ঈশ্বরের নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করি, এই কঠিন সময়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার --- পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

তাঁর প্রয়াণে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী লেখেন,পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামীর অকাল প্রয়াণে আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত।

শ্রদ্ধেয় বলাই দা'র অকাল প্রয়াণ এক বিশাল অপূরণীয় ক্ষতি!দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোদ্ধা এইভাবে না ফেরার দেশে চলে গেলেন মেনে নেওয়া খুবই কঠিন, ওপারে ভালো থেকো দাদা।

এদিকে, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি বলাই গোস্বামীর অকাল প্রয়াণে আমি অত্যন্ত মর্মাহত।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি ও চিরশান্তি কামনা করি ও উনার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধেয় বলাই গোস্বামীর অকাল প্রয়াণে এক বিশাল অপূরণীয় ক্ষতি।

উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালের ১০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সদ্য প্রয়াত পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী। বুধবার রাত আড়াইটা নাগাদ চেন্নাইয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ৮০"র দশক থেকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। প্রয়াণের আগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতির পাশাপাশি টিআরটিসির (ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগম) চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে পূর্বাশার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজ্য রাজনৈতিক মহল ও গুনমুগ্ধদের মধ্যে।

বাইক ও গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে সিপাহিজলা জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের সরকারি আবাসের সামনে গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে রাস্তায় ছিটকে পড়েন বাইক চালক এবং আরোহী। তারা আহত হয়েছে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে গাড়ির চালক। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কমিউনিস্টরা নোটার সঙ্গে রয়েছে। আর আপ তো চলেই গিয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে কেউ এগিয়ে যেতে পারে না। স্বচ্ছতার সঙ্গে কিভাবে দেশ ও রাজ্য চালাতে হয় সেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে শিখতে হবে। উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাজপা শাসিত রাজ্যগুলিও এগিয়ে চলছে। আমি এখানে উপস্থিত কার্যকর্তা ও প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও ধন্যবাদ জানাই। উল্লেখ্য, মহাকুম্ভ অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্থল, যা বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন পুণ্যার্থীর কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল।

এই প্রচুর সংখ্যক ভক্তকুলের সমাগমেও মহাকুম্ভে যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ জানান।

প্রস্তুতি সম্পন্ন

● প্রথম পাতার পর

বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ১৪৫টি ভ্যানু ও ৬৮টি সেন্টার এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ৯৫টি ভ্যানু ও ৬০টি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কিছু শিক্ষার্থীর আবেদনপত্র জমা দেওয়া বাকি আছে। যারা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারেনি, তাদের জন্য এখন আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্ষদ অফিসে কাজ চলছে। পরীক্ষার্থীরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেই চেষ্টা করছে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

দুপুরে উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী এলাকায় বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন দুইজন। ওই সময় একটি অটো পেছন দিকে বাইকটিকে ধাক্কা দেয়। তাতে তাতে দুইজন বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

চোর পাকড়াও

● আটের পাতার পর

অফিসের ইন্সপেক্টর এনসিসি থানায় লিখিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল।একটি টিম গঠন করে তদন্ত শুরু করেন থানার ওসি, অভয়নগর ফাঁড়ির ওসি জয়নাল হোসেন। প্রথমে শ্যামলী বাজার এলাকা থেকে চুরিকান্ডে জড়িত দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে চোর চক্রের সাথে আরও চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চুরির করার বিষয়টি স্বীকার করেন।

কৃষক

● আটের পাতার পর

প্রায় এক লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন শচীন্দ্র দেববর্মা।তিনি আরো বলেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। রাতে বাড়িতে কেউ না থাকার কারণে আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে কোনো ধারণা দিতে পারেনি। স্থানীয় প্রশাসন এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আগুনের সূত্রপাত নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় নিহত ১

বারাণসী, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশে বৃহস্পতিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে লোহটা থানার অন্তর্গত খেবশিপুর গ্রামের কাছে। জানা গেছে, একটি বালি বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে সামনে থাকা লোহার রড বোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বালি বোঝাই ট্রাক চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।পুলিশ দুর্ঘটনারখবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান,মৃত চালকের নাম গোবিন্দ যাদব (৫২),উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার বাসিন্দা তিনি।

সদ্যোজাত শিশুকন্যা উদ্ধার পিংলার জঙ্গল থেকে

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পিংলায় জঙ্গল থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত শিশুকন্যা। জানা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার দুজিপুর এলাকায় জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয় এক সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার পুলিশ ওই শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে। শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

লোকসভায় পেশ নতুন আয়কর বিল ওয়াকআউট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আয়কর আইন ২০২৫ -এর বিলটি আইনে পরিণত হলে ১৯৬১ সালের চালু আইনটি বাতিল হয়ে যাবে। নির্মলার দাবি, আয়কর আইন এবং করদাতাদের ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ সরলীকরণের পাশাপাশি সময়োপযোগী করা হয়েছে।

বিরোধীরা অবশ্য বিল পেশের খানিক পরেই সভা বয়কট করে। ওয়াকআউটের আগে বিরোধীরা অভিযোগ করে, সরলীকরণের পরিবর্তে আয়কর আইন আরও জটিল করছে সরকার।

অপরাজিতা বিল কার্যকরের দাবিতে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া 'অপরাজিতা বিল'-এ অনুমোদনের দাবিতে এ বার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হল তৃণমূল। দলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির কাছে বিলের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তা অনুমোদন দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধায়ের নেতৃত্বে ১১ জনের সদস্যদল রাষ্ট্রপতি ভবনে যায়। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে সংবাদমাধ্যমে সুদীপ বলেন, "বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে পাশ করার পরও অপরাজিতা বিলে অনুমোদনে বিলম্ব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানাব।" রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সুদীপ বলেন, "উনি বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।"

'অপারেশন প্রঘাত' : চেন্নাইয়ে আসাম এসটিএফ-এর হাতে গ্রেফতার এবিটির আরও এক সক্রিয় সদস্য আবু সালাম

গুয়াহাটি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : 'অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে চেন্নাইয়ে অভিযান চালিয়ে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গ্রেফতার করেছে বিশ্বসন্ত্রাসী মৌলবাদী, ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর সক্রিয় সদস্য আবু সালাম আলিকে।

আজ বৃহস্পতিবার এসটিএফ-প্রধান আইজিপি পার্থসারথি মহন্ত জানান, নির্ভরযোগ্য গোপন তথ্য এবং উন্নত প্রযুক্তি বলে তাঁর তত্ত্বাবধানে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে গতকাল (বুধবার) চেন্নাইয়ের সেমেনচেরি থানা এলাকায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। এসটিএফ-এর ডেপুটি এসপি সত্যেন্দ্র সিং হাজারির নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ধুবড়ি (অসম) জেলার অন্তর্গত বিলাসিপাড়া থানাধীন খুদিগাঁও পার্ট-২-এর বাসিন্দা এবিটি এবং জামাত-উল-মুজাহিদিন-এর সক্রিয় সদস্য আবু সালাম আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসটিএফ-প্রধান জানান, আবু সালাম আলি অসমের ধুবড়ি এবং কোকরাঝাড় জেলায় আনসারউল্লাহ বাংলা টিম এবং জামাত-উল-মুজাহিদিন-এর সদস্য হিসেবে কার্যকলাপ চালাতো। সে নুর ইসলাম মণ্ডল এবং শাহিনুর ইসলামের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। তাদের বৃহত্তর অ্যাজেন্ডা, সন্ত্রাসী তথা মৌলবাদী সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ করা।

তিনি জানান, গত বছর ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে পলাতক ছিল আবু সালাম আলি। তাকে ধরতে ব্যাপক জাল বিছানো হয়েছিল। আবু সালামের বিরুদ্ধে এসটিএফ থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ), পাসপোর্ট আইন, বিস্ফোরক আইন, অস্ত্র আইন এবং বিদেশি আইনের অধীনে একাধিক ধারায় ২১/২০২৪ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর (২০২৪) কেরালায় 'অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে দুদিন অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল মহম্মদ সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ (বাংলাদেশি নাগরিক, বৈধ ভ্রমণনথি ছাড়া কেরালায় অবস্থান করছিল), পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে মিনারুল শেখ ও মহম্মদ আব্বাস আলি, অসমের কোকরাঝাড় থেকে নুর ইসলাম মণ্ডল, আব্দুল করিম মণ্ডল, মজিবর রহমান ও হামিদুল ইসলাম এবং অসমের ধুবড়ি থেকে এনামুল হককে। এর পর গত ৫৬ দিনে ১৫ জন সক্রিয় মৌলবাদীকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের এসটিএফ।

পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৫টি অবৈধ বালি বোঝাই ডাম্পার

দুর্গাপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রমরমিয়ে চলছে অবৈধ বালি পাচারের কারবার। গ্রামের ভেতরের রাস্তা ব্যবহার করে জাতীয় সড়কে উঠে পড়ছে অবৈধ ও ওভারলোডেড বালি বোঝাই লরি ও ডাম্পার। বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে অন্ডাল টপলাইনে পুলিশ আটক করেছে ৫ টি অবৈধ বালি বোঝাই ডাম্পার।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের টপলাইনে হঠাৎ হানা দিয়ে ৫ টি ওভারলোড বালি বোঝাই ডাম্পার আটক করা হয়। ডাম্পারগুলো বাবুইশোল-পলাশবন রুট দিয়ে জাতীয় সড়কে উঠছিল। চালকেরা কোনও বৈধ চালান দেখাতে পারেননি। বাজেয়াপ্ত হওয়া ২০০ টন বালির উৎস হিসেবে দামোদর নদীর ঘাটকে সন্দেহ করা হচ্ছে। অন্ডালের বিএলআরও কৌশিক মুখোপাধ্যায় জানান,বালির গাড়িগুলোর কোনও বৈধ চালান না থাকায় ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে।বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপ চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন,দুর্গাপুর-আসানসোলের দামোদর ও অজয় নদীর ওপর ১২-১৫টি অবৈধ বালিঘাট চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এসব জানেন, তবু কিছুই করেন না। পুলিশ আর তৃণমূলের মদতে এই কারবার চলছে। দিনে রাজ্যের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। মাঝে মাঝে অভিযান নাটক করে মাসোহারা বাড়ানোর জন্য।এদিকে, তৃণমূলের মদনপুর পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ দিয়াশী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,দলের কেউ জড়িত নয়। আমরাও চাই অবৈধ বালিঘাট বন্ধ হোক এবং পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। তবে, পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দফতরের এই অভিযানে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিরোধীদের দাবি,অবৈধ বালিঘাটের পুরো চক্রটাই সরকারের মদতে চলছে।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে কাজ থমকে থাকা ও তোলাবাজির অভিযোগ

দুর্গাপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে। দাবি মতো তোলা না দেওয়ায় প্রকল্পের কাজ আটকে দেওয়ার পাশাপাশি নির্মাণকর্মীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, বনকাটি পঞ্চায়েতের সাতকাহানিয়া এলাকার একটি সরকারি জমিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার এই প্রকল্পের টেন্ডার একটি ঠিকাদারি সংস্থা পেয়েছে। কাজ শুরুর আগেই নির্মাণ সামগ্রী জমিতে নামানো হলেও স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের তোলা চাওয়ার কারণে কাজে বাধা পড়েছে বলে অভিযোগ।

ঠিকাদার সংস্থার অভিযোগ, তৃণমূলের দুই স্থানীয় নেতা ৩০ হাজার টাকা দাবি করেছেন। টাকা না দিলে নির্মাণকর্মীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং নির্মাণ কাজ শেষ হলেও তা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এদিকে, পরিবেশ দূষণের অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা কাঁকসার বিডিওর কাছে প্রকল্পটি অন্যত্র সরানোর দাবি জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, এলাকায় স্কুল, জনবসতি এবং একটি আন্তর্জাতিক নাট্যমঞ্চ রয়েছে। সলিড ওয়েস্ট প্রকল্প হলে দূষণ ছড়াবে এবং স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

অন্যদিকে, বনকাটি পঞ্চায়েত প্রধান ইতিমধ্যেই কাঁকসা থানায় দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মেনেই প্রকল্পটি করা হচ্ছে। তবুও একদল মানুষ অন্যায়ভাবে কাজ আটকে দিতে চাইছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি।

অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে তৃণমূলের প্রভাবশালী কর্মী বলে জানা গেছে। তৃণমূলের কাঁকসা ব্লক সভাপতি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকারি কাজে কোনও বাধা বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন,কাটমানির ভাগ নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে সরকারি কাজ থমকে আছে। সাধারণ মানুষ সব দেখছে এবং ২০২৬-এ এই সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। অভিযুক্ত এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ফসল বিমার ক্ষতিপূরণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ বাঁকুড়ার চাষিরা

বাঁকুড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফসল বিমার ক্ষতিপূরণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ বাঁকুড়া জেলার ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা। আমন ধানের ফলন ভালো হওয়ার কারণে এবারের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা বাংলার ফসল বিমা যোজনার আওতায় ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছেন না।

বাঁকুড়া জেলায় এবার আমন ধানের উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ ৯ হাজার মেট্রিক টন, যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। জেলার বাৎসরিক প্রয়োজন ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন ধান, ফলে মোট চাহিদার তিনগুণ বেশি ধান উৎপন্ন হয়েছে। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৯৮ জন চাষি তাদের পাওনা ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি বলে অভিযোগ।

চাষিরা জানান , পূজার আগে দামোদর নদীতে ডিভিসি থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে জেলার বিভিন্ন ব্লকের ধানখেত জলে ডুবে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে জলমগ্ন থাকার কারণে ধানের গাছ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া, ডানার প্রভাবে অনেক জায়গায় পাকা ধানও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু ধান নয়, কুয়াশার কারণে আলু চাষেও ক্ষতি হয়েছে। আলুতে ছত্রাকজনিত রোগ দেখা দেওয়ায় ফসল নষ্ট হয়েছে। চাষিরা আরও অভিযোগ করেন, বাঁধাকপি ও ফুলকপির মতো সবজির চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, কারণ বাজারে এগুলোর দাম একেবারে কমে গেছে।

চাষিদের দাবি, এতদিন পর্যন্ত তারা নিজেরাই শস্যবিমার প্রিমিয়াম দিতেন। কিন্তু এখন রাজ্য সরকার বিমা কোম্পানিগুলিকে প্রিমিয়ামের টাকা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের পর থেকেই বিমার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ও কান্দি এলাকাতেও চাষিদের একই অভিযোগ উঠেছে। বসন্তপুর, সাবলদহ, বিশ্বনাথপুর, কাদিপুর, পদমকাদি, ঝাঁঝড়া-সহ বিভিন্ন এলাকার চাষিরা জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়ার পরেও তারা বিমার ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছেন না। চাষিরা আরও অভিযোগ করেন, আলু চাষে ক্ষতির বিষয়ে রাজ্য সরকার একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেও আমন ধানের ক্ষতির বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে চাষিরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

মাইবাঙে বুসুডিমা উৎসবের উদ্বোধন রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্যের

হাফলং (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত মহকুমা সদর মাইবাঙে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত বুসুডিমা উৎসবের উদ্বোধন করেছেন রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য্য। গতকাল বুধবার তিন দিনের ডিমা হাসাও জেলা সফরে এসেছেন রাজ্যপাল। আজ বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক শহর মাইবাঙে এসে বুসুডিমা উৎসবের উদ্বোধন করেছেন তিনি।

মাইবাং সফরে রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সীমান্তকুমার দাস, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার, বিজেপির জেলা সভাপতি ধৃতি থাওসেন।

মাইবাং ডিগ্রি কলেজের খেলার মাঠে ভদ্রেশ্বর বডোর নামে তোরণ ও বুসুডিমা উৎসবের উদ্বোধন করে আয়োজিত সমাবেশে রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য্য বলেন, ডিমাসা জনগোষ্ঠীর কৃষি ভিত্তিক বুসুডিমা উৎসবে শামিল হতে পেরে আমি বেজায় আনন্দিত। বুসুডিমা উৎসব সংস্কৃতি ও পরম্পরাগত সামাজিক ঐক্যতার প্রতীক। রাজ্যপাল বলেন, ভারতবর্ষ হচ্ছে উৎসবপ্রধান দেশ। তবে ভারতবর্ষকে জানতে হলে প্রথমে উত্তরপূর্বকে জানতে হবে। কারণ উত্তরপূর্বে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর বসবাস। এখানকার সংস্কৃতি, উৎসব সব পৃথক। সবাই একজোট হয়ে একে অন্যের উৎসবে শামিল হন। বুসুডিমাও অসমের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করে রাজ্যপাল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্য্যবির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার নেতৃত্বে ডিমা হাসাওয়ে যে ভাবে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সন্ধ্যায় সিইএম-এর কনফারেন্স হল-এ রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য্য উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পরিষদের কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও পারিষদদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হওয়ার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন সরকারি বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।

গ্রুপ রানার্সের লক্ষ্যে এডি নগর প্লে সেন্টার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা অধরা মডার্ন-এর

মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি - ১৮০ এডি নগর প্লে সেন্টার - ১৮৬/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আপাতত গ্রুপ শীর্ষে এডি নগর প্লে সেন্টার। তবে চাম্পামুড়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে গ্রুপ রানার্স নিশ্চিত এডি নগর প্লে সেন্টারের। শুভ্রজিৎ পালের দায়িত্বশীল ব্যাটিং। তাতেই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে 'এ' গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার সিক্সে পৌছে গেলো এডি নগর প্লে সেন্টার। গ্রুপে ৮ ম্যাচ খেলে ৭ টি ম্যাচে জয় পেয়েছে অচিন্ত চক্রবর্তীর ছেলেরা। বৃহস্পতিবার মডার্ণ ক্রিকেট একাডেমিকে চার উইকেটে পরাজিত করলো এডি নগর প্লে সেন্টার। শুভ্রজিত পালের দায়িত্বশীল ব্যাটিং এবং ময়ূখ চৌধুরীর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে।

ওয়েস্ট নোয়াবাদি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মর্ডান ক্রিকেট একাডেমি ১৮০ রান করে। দলের পক্ষে উজ্জ্বল দেব ৬১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, প্রিতম সাহা ৩৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, দিপজয় দেবনাথ ২৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ৪৪ রান।

এ ডি নগরের পক্ষে তুহিন দেবনাথ ২২ রানে তিনটি এবং ময়ূখ চৌধুরী ২২ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ পাল ১০০ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮১ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে ময়ূখ চৌধুরী ৪৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২৮ রান। মর্ডান ক্রিকেট একাডেমির পক্ষে শুভম দাস ২৮ রানে তিনটি এবং ইয়াশ কর্মকার ৪৬ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত অনুরাগীর জয় এ বছর অধরাই ব্লাডমাউথের

ক্রিকেট অনুরাগী - ৩৭১ ব্লাডমাউথ ক্লাব-৬১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী। পরাজয় যেনো পিছু ছাড়ছে না ব্লাড মাউথ ক্লাবের। সদর অর্ধ ১৩ আসরের পর অনূর্ধ ১৫ আসরেও ক্রমাগত পরাজয়ের মুখ দেখতে হচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। বৃহস্পতিবার তাপস কান্তি সিনহার দল ক্রিকেট অনুরাগীর বিরুদ্ধে ৩১০ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়ে খালি হাতে আসর শেষ করতে হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। ম্যাচে দুর্দান্ত ছিল সেন্ট পলস স্কুলের স্বর্ণাভ সাহা। প্রথমে ব্যাট হাতে ১২২ রান করার পর বল হাতে দুটো উইকেট তুলে নেয় ওই প্রতিভাবান অলরাউন্ডারটি। পাশাপাশি দুটি ক্যাচ ধরার সঙ্গে দুটি রান আউট করে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দুর্বল ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী বিশাল ৩৭১ রান করে। দলকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতে মুখ্য ভূমিকা নেয় স্বর্ণাভ। ৯৭ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২২ রানের চোখ ঝলসানো ইনিংস খেলে ওই অলরাউন্ডারটি। এছাড়া দলের পক্ষে উদয়ন পাল ৯৯ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮২, বিনীত দাস ৩১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ এবং আয়ুশ সাহা ১৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৮০ রান। এর থেকেই বোঝা যায় ব্লাড মাউথের ক্রিকেটাররা কতটা দুর্বল। ব্লাড মউথের পক্ষে নীরব দাস ৭২ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাউ মাউথ ক্লাব মাত্র ৬১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নীরব দাস ৪১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। এছাড়া দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২০ রান। ক্রিকেট অনুরাগীর পক্ষে দীপ ঘোষ ১২ রানের চারটি এবং স্বর্ণাভ সাহা পাঁচ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

ছিটকে গেলেন স্টার্কও, ভাঙাচোরা দল নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অসিরা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অস্ট্রেলিয়ার দুঃসময় কাটছেই না। চোটের জন্য এ বার ছিটকে গেলেন মিচেল স্টার্ক। বুধবার অস্ট্রেলিয়ার যে চূড়ান্ত দল ঘোষিত হয়েছে সেখানে নেই কেকেআরের প্রাক্তন বোলারের নাম। ফলে ভাঙাচোরা, অনভিজ্ঞ দল নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।

স্টার্ক কেন খেলবেন না তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। আইসিসি-র বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত কারণে নাম তুলে নিয়েছেন। কারণ যা-ই হোক, অস্ট্রেলিয়া যে আরও দুর্বল হয়ে পড়ল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চোটের কারণে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স (গোড়ালি), পেসার জশ হেজউড (কোমর), অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। এ ছাড়া আচমকা অবসর নিয়ে নির্বাচকদের বিপদে ফেলে দিয়েছেন মার্কাস স্টোইনিসও।

একাধিক ক্রিকেটার না থাকায় অস্ট্রেলিয়া তুলনায় অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল গঠন করেছে। সুযোগ দেওয়া হয়েছে শন অ্যাবট, বেন ডোয়ারশুইস, জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক, স্পেন্সার জনসন এবং তনবীর সাঙ্ঘাকে। অস্ট্রেলিয়ার তরফে স্টার্কের অনুপস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেছেন, "মিচের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওর দায়বদ্ধতার কোনও তুলনা হয় না। সব সময় অস্ট্রেলিয়ার কথাই ভাবে। যন্ত্রণা এবং সমস্যা নিয়ে অতীতে দেশের হয়ে খেলেছে। এমনকি অন্য দেশের লিগে খেলার সুযোগ থাকলেও দেশের হয়ে খেলাকে প্রাধান্য দিয়েছে। ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতেই হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আমরা বড় ধাক্কা খেলাম তাতে সন্দেহ নেই। তবে অন্যদের কাছে সুযোগ এসে গিয়েছে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার।"

২০২৩ সালে যে পেসারদের জন্য বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া, সেই তিন জনই খেলবেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। ফলে আসন্ন প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার পেস বিভাগে থাকবেন অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিস, অ্যাবট, ডোয়ারশুইসরাই। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু'টি এক দিনের ম্যাচ খেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে অস্ট্রেলিয়া। ২২ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রথম ম্যাচ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের উইকেটরক্ষক বেছে ফেলেছেন গম্ভীর

ভারতের এক দিনের দলে প্রথম উইকেটরক্ষক লোকেশ রাহুল। স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। ফলে এক দিনের ক্রিকেটে এই মুহূর্তে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছে ঋষভ পন্থের।

বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। সেই ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে উইকেটরক্ষক হিসাবে রাহুলকে এগিয়ে রাখলেন গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচ বলেন, "রাহুল আমাদের এক নম্বর উইকেটরক্ষক। এই মুহূর্তে এটাই বলতে পারি আমি। পন্থ সুযোগ পাবে। কিন্তু রাহুল ভাল খেলছে। দু'জন উইকেটরক্ষক একসঙ্গে খেলাতে পারব না।"

রাহুলকে এক নম্বর উইকেটরক্ষক বললেও তাঁর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে নিশ্চিত নন গম্ভীর। এই সিরিজে কখনও তাঁকে ছ'নম্বরে নামানো হয়েছে, কখনও পাঁচ নম্বরে। সাধারণত পাঁচ নম্বরে খেলতেই অভ্যস্ত রাহুল। কিন্তু অক্ষর পটেলকে পাঁচ নম্বরে খেলানো হয়েছে। কিন্তু সেই জায়গায় রাহুলের গড় ভাল। বুধবার পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২৯ বলে ৪০ রান করেন রাহুল। গম্ভীর যদিও পরিসংখ্যান দেখতে রাজি নন। তিনি বলেন, "আমরা গড় বা পরিসংখ্যান দেখি না। আমরা দেখি কোন জায়গায় কে আমাদের হয়ে সেরাটা দিচ্ছে।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে যশস্বী জয়সওয়ালকে রাখা হয়নি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রথম ম্যাচে খেলানো হয়েছিল। তার পর আর সুযোগ পাননি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রাথমিক দলে রাখা হলেও শেষ পর্যন্ত বাদ পড়তে হয় তরুণ ওপেনারকে। গম্ভীর বলেন, "আমি দলে এমন এক জন বোলার চেয়েছিলাম, যে উইকেট নিতে পারবে। বরুণ চক্রবর্তী আমাদের সেটা দিতে পারবে। যশস্বীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমরা তো শুধু ১৫ জনকেই নিতে পারব।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাহকে পাবে না ভারত। কিন্তু ভারতীয় দলের প্রধান পেসারকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন না গম্ভীর। তিনি বলেন, "বুমরাহ বাদ। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। যা বলার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকেরা বলবেন।"

লাল বলের ক্রিকেটের সঙ্গে সাদা বলের ক্রিকেটকে মিশিয়ে ফেলতে রাজি নন গম্ভীর। শুভমন গিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের ক্রিকেটে সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন। তিন ম্যাচে ২৫৯ রান করেছেন।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সে দেশে টেস্টে রান করতে পারেননি।

সেই প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, "আমরা প্রতিটা ইনিংসের পরেই এক জন ক্রিকেটারকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করি। এটা ঠিক নয়। শুভমন এখনও তরুণ। টেস্ট ক্রিকেট যথেষ্ট কঠিন। আগামী দিনে ও নিশ্চয়ই সেখানেও ভাল খেলবে।"

ঝাড়খন্ডে ৫৩তম জাতীয় হ্যান্ডবল আসরের জন্য রাজ্য দল গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৫৩তম সিনিয়র পুরুষ জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ এবছর ২২ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ, বৃহস্পতিবার

উমাকান্ত হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী শিবির থেকে রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ৩১ জন পুরুষ খেলোয়াড় থেকে মোট ১৬ জন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে রাজ্য দলের জন্য। সিনিয়র হ্যান্ডবল পুরুষ দলে যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা হলেন: পারাদ্বীপ জমাতিয়া (গোলরক্ষক), বীরেন্দর সিং, অনুজ কুমার সিনহা, রণিত পাল, মঈন পাল, বিনয় যাদব, সুদীপ গোপ, নরেন্দ্র সিং, উৎপল দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, সুকান্ত দাস, আকাশ সূত্রধর, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অভিষেক রুদ্র পাল, কৃষ্ণ দেবনাথ, রতন দাস চৌধুরী। কোচ অলক সিনহা, ম্যানেজার দেবাশিস মজুমদার। যথাসময়ে রাজ্য দল ঝাড়খণ্ডের রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে রাজ্য সংস্থা থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

নতুন অস্ত্র নিয়ে তৈরি বৈভব

আইপিএলের গত মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের চমক ছিলেন বৈভব অরোরা। ১১টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। নতুন বলে বৈভবকে কাজে লাগিয়েছিল দল। আগামী মরসুমের আগে বৈভবকে ধরে না রাখলেও আবার নিলামে তাঁকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় কিনেছে কেকেআর। পুরনো দলে ফিরতে পেরে খুশি তিনি। বৈভব জানিয়েছেন, কলকাতা ছাড়া অন্য কোনও দলে খেলতে চান না তিনি। নতুন মরসুমের আগে নতুন অস্ত্রে শান দিচ্ছেন ডানহাতি পেসার।

গত মরসুমে নতুন বলেই বেশি দেখা যেত তাঁকে। কিন্তু এ বার ডেথ বোলিংয়ের দিকেও নজর দিয়েছেন তিনি। বৈভব বলেন, "গত চার বছর ধরে এই দলের সঙ্গে আছি। কেকেআর ছাড়া কোনও দলে আমি খেলতে চাই না। এই দল আমাকে পরিচিতি দিয়েছে। এটা আমার পরিবার। তাই ওরা যখন আমাকে কিনল তখন স্বস্তি পেয়েছিলাম। ওরা যে আমার উপর ভরসা রেখেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ বার আরও ভাল বল করার চেষ্টা করব।"

নতুন মরসুমের আগে বলে বৈচিত্র আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছেন বৈভব। তিনি বলেন, "গত বছর আমি পাওয়ার প্লে-তে ভাল বল করেছি। এ বার ডেথ বোলিংয়ের উপর পরিশ্রম করছি। তা হলে ম্যাচে যে কোনও সময় আমার উপর অধিনায়ক ভরসা করতে পারবে। স্লোয়ার, ইয়র্কারের মতো বলের দিকে বেশি জোর দিচ্ছি।" কেকেআরের বোলিং কোচ ভরত অরুণ। তাঁর অধীনে উন্নতি হচ্ছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন বৈভব। তিনি বলেন, "তিন বছর ধরে ভরত স্যারের সঙ্গে কাজ করছি। উনি নিজের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রতি দিন আরও উন্নতি করছি। আশা করছি এ বার আরও ভাল বল করতে পারব।" গত মরসুমে বৈভবের সতীর্থ ছিলেন হর্ষিত রানা। গত বার ভাল বল করায় ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাটেই অভিষেক হয়েছে তাঁর। বৈভব জানিয়েছেন, হর্ষিত তাঁর ভাইয়ের মতো। আরও এক বার একসঙ্গে খেলতে মুখিয়ে তিনি। বৈভব বলেন, "তিন বছর ধরে আমরা একসঙ্গে খেলছি। গত বার ট্রফি জিততে আমাদের জুটির বড় ভূমিকা ছিল। ও আমার ভাইয়ের মতো। মাঠের বাইরেও আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল। এ বার ওকে দল ধরে রেখেছে। আমাকে কিনেছে। আবার একসঙ্গে মাঠে নামব আমরা।" ২১ মার্চ থেকে শুরু আইপিএল। এ বার ভারতীয় বোলারদের মধ্যে হর্ষিত ও বৈভবই দলের প্রধান পেসার।

জুয়েলসকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয়ে কো: ফাইনাল নিশ্চিত জিবি পি.সি-র

জুয়েলস সি সি - ২০১/৯ জি বি পি সি- ২০২/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে জিবি প্লে সেন্টার। প্রতিপক্ষ জুয়েস কোচিং সেন্টার কিন্তু আগেই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছিল। শেষ আটে পৌঁছার জন্য জিবি প্লে সেন্টারের আজ জয় অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। গ্রুপে পঞ্চম জয়। আর ওই জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলো জি বি প্লে সেন্টার। বৃহস্পতিবার জি বি প্লে সেন্টার ৪ উইকেটে পরাজিত করে লড়াকু জুয়েলস কোচিং সেন্টারকে। ঋদ্ধিমান দাসের বিধ্বংসী বোলিং, শ্রেয়ন ভৌমিক, কৃপাশময় দেবরায় এবং অজয় মন্ডলের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। এদিন ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে কৃশ ভৌমিকের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে বিশ্বজিৎ পালের দল জুয়েলস কোচিং সেন্টার ২০১ রান করে ৯ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে।

দলের পক্ষে কৃশ ৭৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২, রাজদীপ পাল ৬৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, অভয় দেব সিং ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, প্রীয়জিৎ বনিক ৪১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৮ রান। জি বি প্লে সেন্টারের পক্ষে ঋদ্ধিমান দাস ২৩ রানে ৫ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে জি বি প্লে সেন্টার ২১ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

দলের পক্ষে কৃপাশময় দেবরায় ৭০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫,শ্রেয়ন ভৌমিক ৭২ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, অজয় মন্ডল ৪৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ (অপ:) এবং দেবাংশু পাল ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৬ রান। জুয়েলস কোচিং সেন্টারের পক্ষে রাজদীপ দেব ৪০ রানে এবং অভয় দেব সিং ৪১ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে।

২০২৭-এ ৩৯তম ন্যাশনাল গেমস মেঘালয়ে, ঘোষণা আজ উত্তরাখন্ডে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরবর্তী জাতীয় গেমস এর আসর বসছে মেঘালয়ে। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে ৩৯ তম ন্যাশনাল গেমস আসর আয়োজনের চিঠি যথারীতি চলে এসেছে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাঙমা-র টেবিলে। মেঘালয়ের প্রশাসন থেকে সবুজ সংকেতের প্রেক্ষাপটে আগামীকাল উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত ৩৮ তম ন্যাশনাল গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৩এ গোয়াতে অনুষ্ঠিত ৩৭ তম ন্যাশনাল গেমসের পর দুবছর বাদে চলতি ২০২৫ এ ২৮ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডে বসেছে ৩৮ তম ন্যাশনাল গেমসের আসর। আবারও দুই বছর পর ২০২৭ এর ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে মেঘালয়ে এই ৩৯ তম ন্যাশনাল গেমস অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ তথা ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ড. পি টি ঊষা প্রেরিত চিঠিতে মেঘালয় সরকারকে ৩৯ তম ন্যাশনাল গেমস আয়োজন উপলক্ষে বিধিসম্মত সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, উত্তর-পূর্ব ভারতে শেষবারের মতো ২০০৭ সালে ৯ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি আসামের গুয়াহাটিতে ৩৩ তম ন্যাশনাল গেমস এর আসর বসেছিল। এর আগে ১৯৯৯ সালে মণিপুরের ইম্ফলে ৩০ তম ন্যাশনাল গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণে মেঘালয় হবে উত্তর-পূর্ব ভারতের তৃতীয় রাজ্য যেখানে ন্যাশনাল গেমসের আসর বসতে চলেছে আগামী ২০২৭-এ।

ফিট জোকোভিচ, ফেব্রুয়ারিতেই ফিরছেন কোর্টে

চোটের জন্য অস্ট্রেলীয় ওপেনের সেমিফাইনাল ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন নোভাক জোকোভিচ। তবে বেশি দিন তাঁকে কোর্টের বাইরে থাকতে হচ্ছে না। ফেব্রুয়ারিতেই কাতার ওপেনে খেলবেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। ১০০তম খেতাব জেতার অপেক্ষায় বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়।

চোট সারিয়ে ফিট জোকোভিচ। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া কাতার ওপেনে খেলার কথা জানিয়েছেন জোকার। চোটের জন্য রটারডাম ওপেন এবং সার্বিয়ার হয়ে ডেভিস কাপ টাই খেলতে পারেননি জোকোভিচ। কাতার ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য জোকোভিচের। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

এক সাক্ষাৎকারে নিজের ফিটনেস নিয়ে জোকোভিচ বলেছেন, "আমার পেশিতে এখন আর কোনও সমস্যা নেই। চোট প্রায় ১০০ শতাংশ সেরে গিয়েছে। চিকিৎসক অনুশীলন শুরু করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রস্তুতি নিতে কোনও সমস্যা নেই। পরিশ্রম করার জন্য আমি প্রস্তুত। আরও জয়ই লক্ষ্য।"

চোট নিয়ে জোকার আরও বলেছেন, "দ্রুত সুস্থ হতে পেরেছি। টেনিসজীবনের প্রথম ১৫ বছরের তুলনায় এখন বেশি চোট পাচ্ছি। সম্ভবত বয়স বাড়ার জন্যই এত চোট লাগছে। তবে আমার শরীর এখনও আমার কথা শোনে। ভিতরে এখনও আগুন জ্বলছে। আরও সাফল্য অর্জন করতে চাই।"

বিশ্বের তৃতীয় টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে শততম খেতাব জয়ের সামনে জোকোভিচ। জিমি কোনর্স (১০৯টি খেতাব) এবং রজার ফেডেরার (১০৩টি খেতাব) ছাড়া আর কারও এই কৃতিত্ব নেই। কাতারেই মাইলফলক স্পর্শ করতে চান জোকোভিচ। তিনি বলেছেন, "আশা করছি দোহাতেই শততম খেতাব জিততে পারব। দীর্ঘ দিন ধরে এই স্বপ্নটাকে তাড়া করছি। তবে যখন হওয়ার তখনই হবে।"

জোকোভিচ বুঝিয়ে দিয়েছেন শততম খেতাবের কথা মাথায় রেখে নিজেকে অযথা চাপে ফেলতে চান না। ২০২৩ সালের পর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারা জোকার এখনই চেষ্টা ছাড়তে রাজি নন।

পাক-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে উত্তেজনা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে দেশের মুখ পোড়ালেন পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন বিবাদে জড়ালেন তাঁরা। দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাথু ব্রিটজকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হল পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদির। আবার টেম্বা বাভুমাকে আউট করে তাঁর দিকে তেড়ে গেলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে নিউ জিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। ফাইনালে উঠতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতেই হবে। সেই কারণেই হয়তো বেশি আগ্রাসন দেখানোর চেষ্টা করেন পাক ক্রিকেটারেরা। মাঠে দু'বার বিবাদে জড়াল তাঁরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটজকের বিরুদ্ধে বল করছিলেন শাহিন। তাঁর একটি বল ডিফেন্স করে শাহিনের দিকে তাকিয়ে ব্যাট চালানোর ভঙ্গি করেন ব্রিটজকে। বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি শাহিন। সেই ওভারের শেষ বলে দৌড়ে এক রান নিতে যান ব্রিটজকে। শাহিন হঠাৎ করে তাঁর সামনে চলে আসেন। ফলে দুই ক্রিকেটারেরা ধাক্কা লাগে। আর একটু হলে ব্রিটজকে পড়ে যেতেন। তিনিও বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি। শাহিনের দিকে তাকিয়ে কিছু বলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার। পাল্টা দেন শাহিনও। দু'জনে একে অপরের কাছে চলে আসেন। পরিস্থিতি সামলাতে হস্তক্ষেপ করতে হয় আম্পায়ারকে।

পরে আরও একটি বিবাদে জড়ান পাক ক্রিকেটারেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বাভুমা ভাল খেলছিলেন। একটি বল পয়েন্ট অঞ্চলে খেলে এক রান নিতে যান তিনি। কিন্তু অপর প্রান্তে থাকা ব্যাটার তাঁকে ফেরত পাঠান। বাভুমা ক্রিজে ফেরার আগেই সাউদ শাকিল সরাসরি থ্রোয়ে বাভুমাকে রান আউট করেন। বাভুমা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই দেখা যায় শাকিল, কামরান গুলাম ও বাবর আজম বাভুমার দিকে তেড়ে যাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কের মুখের কাছে উল্লাস করতে থাকেন তাঁরা। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বাভুমাকে আউট করে তাঁরা কতটা উত্তেজিত। বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি বাভুমা। মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে যান তিনি। নিজেদের দেশের মাঠে বিদেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে এই ব্যবহার করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে অস্ট্রেলিার স্যাম কনস্টাসকে আউট করে তাঁর দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। কনস্টাসের মুখের কাছে উল্লাস করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। সেই ঘটনা নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরাও সেই একই কাজ করলেন।

জাগরণ 14 February 2025, Friday আগরতলা ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং, ■ ১ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে "অগস্ত্যর" বিষয়ক সেমিনার আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে, (আগরতলা) চিকিৎসা জ্যোতিষ গবেষণার সহযোগিতায় "অগস্ত্যর" এর উপর একটি সেমিনার আয়োজন করেছে। কাশী তামিল সঙ্গম উপলক্ষে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি ত্রিপুরার বিশিষ্ট তামিল গণ্ডিত, শিক্ষাবিদ এবং স্থানীয় গবেষক ও শিক্ষাবিদদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃত এবং চিকিৎসা জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে অগস্ত্যের অবদানের তাৎপর্য অন্বেষণের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সেমিনারের সূচনা হয়, তারপরে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বৈদিক শ্লোক উচ্চারণ এবং লৌকিক শ্লোক পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। ।অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার সময়, অদ্বৈত বেদান্ত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সন্বিত মহাপাত্র, এই অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুত্ব এবং প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থায় অগস্ত্যের প্রজ্ঞার উপর জোর দেন। তিনি বলেছিলেন, "অগস্তিয়ার হল ঐতিহ্যগত জ্ঞানের আলোকবর্তিকা যার অবদানগুলি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে চিকিৎসা জ্যোতিষশাস্ত্র পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এই সেমিনারটি তাঁর অমূল্য অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে পুনঃ আবিষ্কারের দিকে একটি পদক্ষেস।"

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কে.এস. সুমন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আগজিয়ারের শিক্ষাগুলি আজও অত্যন্ত গ্রাসঙ্গিক। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগটি এমন গভীর জ্ঞানকে সামনে নিয়ে আসার জন্য প্রশংসনীয়।"

সম্মানিত অতিথি, ডক্টর পান্না সাহা, কলেজ অফ অ্যাস্ট্রোলজির অধ্যক্ষ, বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদের মধ্যে জটিল সম্পর্ক ভুলে ধরেন, বলেন, "অগন্ধিস্কয়ারের অবদান বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ব্যবধান। দূর করে, আমাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।"সনাতন জ্যোতিষ কলেজের সভাপতি ড. প্রণব শেখর চৌধুরী মানব মঙ্গন বোঝার ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভাৎপর্য্যের ওপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, "অগন্তিয়ারের প্রাচীন জ্ঞান চিকিৎসা জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্য একটি পথনির্দেশক আলো, এবং এর অধ্যয়ন আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনেক দিক। ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে।" আযোজক কমিটির সহ-সভাপতি এবং মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজি রিসার্চ ফ্ল্যাটারনিটির সেক্রেটারি ড. সোমা চৌধুরী, সংস্কৃত অধ্যয়নে আন্তঃ বিষয়ক গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি প্রকাশ করেন, "এই ধরনের অনুষ্ঠান সংস্কৃত পণ্ডিত এবং চিকিৎসা পেশাদারদের মধ্যে সহযোগিতামূলক গবেষণার পথ প্রশস্ত করে।"

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য ক্যাম্পাসের নির্দেশক অধ্যাপক প্রভাত কুমার মহাপাত্রের সভাপতিত্বে সেমিনার শেষ হয়। তিনি সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রচেষ্টাকে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, "সংস্কৃত জ্ঞান সংরক্ষণ এবং প্রচার করা শুধুমাত্র একটি পণ্ডিত সাধনা নয়; এটি আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি একটি কর্তব্য।"ধর্মশাস্ত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সৌম্যজ্যোতি সাহার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। ডঃ অলোক কুমার পান্ডে, সহকারী অধ্যাপক, (ব্যাকারন বিভাগ), দক্ষতার সাথে সঞ্চালনা করেছেন। এই সেমিনারটি পণ্ডিত, ছাত্র এবং উতাহীদের জন্য অগস্থ্যের উত্তরাধিকার এবং সংস্কৃত সাহিত্য, বেদান্ত এবং চিকিৎসা জ্যোতিষের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা আলোচিত হয়েছে।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১৩ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য তথা ত্রিপুরা ইনফো ডট কমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়ন্ত দেবনাথের মা জ্যোৎস্না রানী দেবনাথ গতকাল রাত দুইটার সময় রাজধানীর জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা সহ বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক জয়ন্ত দেবনাথ এর মাতৃবিয়োগে গভীরশোক ব্যক্ত করেছে।

লেফুঙ্গায় অগ্নিকান্ড সর্বস্বান্ত হলেন কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বুধবার রাতে লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত মানিয়া পাড়ায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কৃষক শচীন্দ্র দেববর্মার বসত ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে দেববর্মা পরিবারের সর্বস্বান্ত হয়েছে।প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ঘরে রাখা নগদ ৭০ হাজার টাকা, যা শচীন্দ্র দেববর্মার ছেলের স্ত্রীর ডেলিভারির জন্য জমানো ছিল, তা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন জিনিসপত্র সহ ৬ দাগি চোর পাকড়াও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী: বিভিন্ন চুরি যাওয়া জিনিস পত্র সহ ছয় জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও সুব্রত বর্মণ।

এসডিপিও সুব্রত বর্মণ জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে এনসিসি থানার অন্তর্গত ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সের পুরানো সিবিআই ক্যাম্পে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে ক্যাম্পরের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। পরবর্তী সময়ে সিবিআই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুর-অঞ্জলির নজরুল উৎসব

।। সঞ্চিতা রাহা।।

কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি প্রমিত সুরকে এবং সেইসাথে তাঁর জীবনদর্শন আরো ব্যাপকতায় ছড়িয়ে দিতে গত ১১ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রভবনের দুই নম্বর হলে সুর-অঞ্জলি বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে। যা নজরুল উৎসব-২০২৫ হিসেবে আখ্যায়িত। কর্ণধার সংগীত শিল্পী মায়া রায়ের তত্বাবধানে উপস্থিত দর্শক উপহার পেলো এক অনবদ্য নজরুল সন্ধ্যা।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন শ্রীঅভিজিৎ কর। উদ্বোধক শচীন দেববর্মণ মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মণিকা দাস। সুদূর কোলকাতা থেকে অতিথি শিল্পী হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী তানিয়া পাল। এদিনেরআয়োজনে সুর-অঞ্জলি সংবর্ধনা জানিয়েছে আগরতলা সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের এস্রাজের প্রাক্তন প্রশিক্ষক ও সুর-অঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিল্পী শ্রীমতী মনিমঞ্জরী চক্রবর্তীকে।মঞ্চে আসন গ্রহণ করার পর তাঁদেরকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন সুর -অঞ্জলি"র সম্পাদিকা সংগীতগুরু শ্রীমতি মায়া রায়। মণি মঞ্জরী চক্রবর্তীকে মানপত্র, সংবর্ধনা স্মারক, শাল হাতে তুলে দেন , রাজ্যের বিশিষ্ট তবলা শিল্পী মনোরঞ্জন দেব এবং বেহালা শিল্পী অশোক দাস।মানপত্র পাঠ করেন শিল্পী উদয়শংকর ভট্টাচার্য। অধ্যক্ষা শ্রীমতী মণিকা দাসের হাতে স্মারক তুলে দেন সম্পাদিকা মায়া রায়।আমন্ত্রিত শিল্পীতানিয়া পালের হাতে স্মারক তুলে দেন উদ্বোধক শ্রীমতীমণিকা দাস।মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে নজরুল উৎসবের সূচনা করেন অতিথিগণ। সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণে সম্পাদিকা নজরুলের প্রমিত সুরের প্রচার ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত শিল্পী,সংস্থা, শিক্ষার্থীদের কাছে আবেদন রাখেন। উদ্বোধক অধ্যক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গবাদি পশু চুরি করতে গিয়ে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি:গরু চুরি করতে গিয়ে আটক হল এক চোর। পালিয়ে গেলো আরোও তিন সহকারী। চোরের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। প্রতিনিয়ত বাড়িঘরে এখন যেভাবে চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। তাতে আতঙ্কিত প্রত্যেক এলাকার জনগণ। মানুষ এখন স্বাধীনভাবে তার বাড়িঘরে কোন কিছুই বাইরে রাখতে পারছেন না। নেশার টাকার জোগাড় করতেই এই সমস্ত চুরির ঘটনা সংঘটিত করে যাচ্ছেন নেশায় আসক্ত যুবকরা।

গতকাল গভীর রাতে ঘনিয়ামাড়া এলাকার তাজুল ইসলামের বাড়িতে তিনটি গরু চুরি করতে যায় চোরের দল। গরু ঘরের দরজা ভেঙে গরু নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে আচমকায় বাড়ির মালিক টের পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তিন চোর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও এক চোরকে ধরে ফেলে মালিক তাজুল ইসলাম। চোর বাড়ির মালিক তাজুল ইসলামের হাতের মধ্যে অনেক জোরে কামড় দিয়ে তার হাত রক্তাক্ত করে ফেলে। তথাপিও বাড়ির মালিক তাজুল ইসলাম চোরকে আটক করে। চিৎকার শুনে পাড়া প্রতিবেশী দ্রুত ছুটে আসে। চোরকে গাছদের সাথে বেঁধে উত্তম মাধ্যম দেয় এলাকাবাসী।

আটক চোরের নাম ইকবাল হোসেন, বাবার নাম মুতি মিয়া। তার বাড়ি মধুপুর থানাধীন কামথানা তালতলা এলাকায়। প্রতিনিয়ত চোর ইকবাল হোসেন ব্রাউন সুগার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে থাকে। একাধিকবার চোরকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে দেওয়ার পরও সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে। এই নেশার টাকার জোগাড় করতে বিভিন্নভাবে চুরির কান্ড সংগঠিত করছে বিভিন্ন এলাকায়। এ সমস্ত চোরের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

সোনামুড়া মহকুমায় সমাজ সচেতনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি:প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। কেননা যারা দেশ এবং রাষ্ট্রের হিতে ত্যাগ করেছেন তারাই আজ মহাপুরুষ, তাই নিজেদের লক্ষ্য স্থির রেখে ভীষণ মুডে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই আসবে সফলতা। সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষা, মাদক বিরোধী, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উদ্বোধকের ভাষণে কথাগুলি বলেন বিধায়ক কিশোর বর্মন।

বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, কম বয়সে বিবাহিত হয়ে এখন অব্দি কেউই জীবনে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা মহাপুরুষ হতে পারেননি তাই অভিভাবকের আহ্বান জানান ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগটুকু করে দিতে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল আলোচনায় বলেন, আমরা বর্তমানে এরকম সমাজে বসবাস করছি যেখানে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, একটা সময় সমাজে সতীদাহ প্রথার মতন কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সচেতন নাগরিক সেই প্রথাকে মুছে ফেলেছে তাই আগামী দিনে এই সকল বাল্যবিবাহের ঘটনাকে বন্ধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, মেলাঘর পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান অনামিকা ঘোষ পাল রায়, মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রথমে শহরে একটি রেলের সংঘটিত করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা বিধায়ক কিশোর বর্মন সহ অন্যান্য অতিথিরা রেলিতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আলোচনার পাশাপাশি , সচেতনতামূলক নৃত্য এবং নাটক প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas